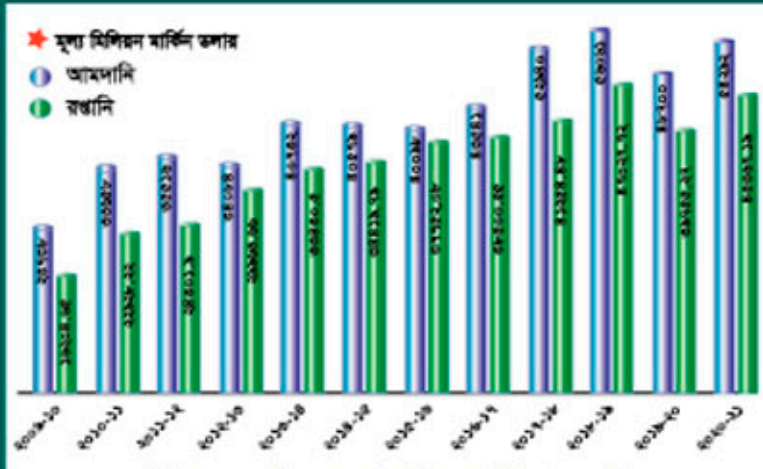

বিগত ১২ অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি আয়ের চিত্র

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২০-২০২১

রপ্তানি বৃদ্ধি জাতির সমৃদ্ধি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা এমপি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং একইসাথে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে ২য় বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে করে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাসহ, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ফলে গত ১২ (বার) বছরে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেদার ও লেদার গুডস, ফুটওয়্যার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক সেক্টরকে পরিবেশ সম্মত উৎপাদন ও রপ্তানিতে অধিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, পণ্যপরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ২০০টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে প্রথম দিকে রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৬.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। রপ্তানি আয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের চেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৪.১২%। কোভিড-১৯ এর কারণে রপ্তানি আয় প্রথম দিকে কমে গেলেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে রপ্তানি আয় কোভিড পূর্ববর্তী রপ্তানি আয়ের পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি। চলতি অর্থবছরের জন্য ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৪৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন

(বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়)

বাণী

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর থেকে)

করেছে এবং আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এই প্রেক্ষিতে রপ্তানিবাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(টিপু মুনশি, এমপি)

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

Secretary
Ministry of Commerce
Government of the
People's Republic of
Bangladesh
Bangladesh Secretariat
Dhaka- 1000

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ। তারই ধারাবাহিকতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বর্হিবিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৪.১২%। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণেও এ মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অংশ হিসেবে ই-কমার্সকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তপন কান্তি ঘোষ

সচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক

জনাব টিপু মুনশি এমপি
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী

উপদেষ্টা

জনাব তপন কান্তি ঘোষ
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

মালেকা খায়রুন্নেছা	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
এ কে এম আলী আহাদ খান	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	সদস্য
শাহ আলম মুকুল	উপ সচিব (বাজেট)	সদস্য
তানিয়া ইসলাম	উপসচিব (রপ্তানি-২)	সদস্য
সৈয়দা নাহিদা হাবিবা	উপসচিব (টিও-১)	সদস্য
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	উপসচিব (অবা-৪)	সদস্য
মোঃ সেলিম হোসেন	উপসচিব (এফটিএ-৫)	সদস্য
ফিরোজ আল মামুন	উপসচিব (পরিকল্পনা-৩)	সদস্য
মোঃ ইলিয়াস মিয়া	পরিচালক-১ (উপসচিব) ডব্লিউটিও সেল	সদস্য
তরফদার সোহেল রহমান	উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
মোঃ মুশফিকুর রহমান	সচিবের একান্ত সচিব	সদস্য
এস. এম. রফিকুল ইসলাম	উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৩০ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ

সহযোগী মিডিয়া

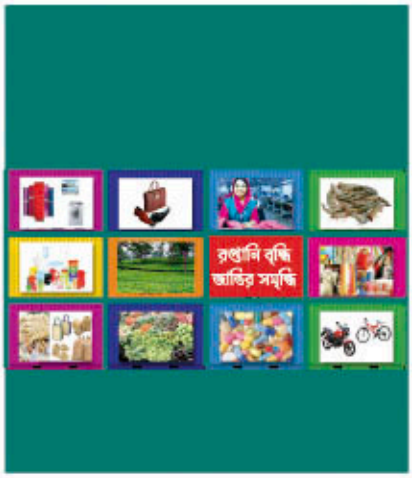

বার্ষিক প্রতিবেদন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অর্থবছর ২০২০-২০২১

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এর বাণী	০৫- ০৬
০২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর বাণী	০৭
০৩	সম্পাদনা পর্ষদ	০৮
অধ্যায়: ক		
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি		১৩ - ৪৫
অ)	বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ	১১
আ)	রপ্তানি অনুবিভাগ	১৯
ই)	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ	২৫
ঈ)	প্রশাসন অনুবিভাগ	২৮
উ)	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell)	৩২
ঊ)	পরিকল্পনা সেল	৩৫
ঋ)	পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর দপ্তর	৪০
অধ্যায়: খ		
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি		৪৬ - ৯৪
১	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)	৪৬
২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	৫০
৩	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)	৫৬
৪	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)	৫৯
৫	বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)	৬৫
৬	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইএ্যান্ডই)	৭২
৭	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)	৭৬
৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)	৮০
৯	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	৮৫
১০	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)	৮৯

আমি সব সময়ই বলে এসেছি, আমার সরকার ব্যবসা করবে না। ব্যবসা করবেন ব্যবসায়ীগণ। আমরা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করব। আমরা আপনাদের সৃজনশীল প্রয়াসে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি।
—— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় বারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রূপকল্প- ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। ফলে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূর করাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাপ্লাই চেইন অক্ষুণ্ন রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সকলের নিকট সহনীয় রাখার জন্য সরকার বাস্তবতার নিরিখে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা এবং ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।

(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অনুবিভাগ ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

(অ) বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ

(১) দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ও নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ/পিটিএ/সেপা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে এ যাবত ২৩টি দেশের সাথে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করা হয়েছে। বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও জোট এর সাথে চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ভুটানের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ১১টি দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ/পিটিএ/সেপা) সম্পাদনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশসমূহ হলো: নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, আমেরিকা, কানাডা, চীন, মার্কোসর জোট, ইউরেশিয়া অর্থনৈতিক জোট। এ ছাড়াও তুরস্ক, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, মরিশাস, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, কেনিয়া, জিসিসিভুক্ত দেশের সাথে পিটিএ/এফটিএ/সেপা নেগোসিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে এফটিএ/পিটিএ স্বাক্ষরের বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সাথে পণ্য তালিকা বিনিময় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও নেগোশিয়েশন অগ্রগতি বিবেচনায় এ তালিকা পুনঃপ্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত (জিএসপি) সুবিধাসমূহ

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে উন্নত ও অগ্রগামী উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা আদায় করেছে যা সাধারণভাবে জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রিফারেন্স বা জিএসপি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ বর্তমানে মোট ৩৮টি দেশে একতরফা (Unilateral) সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধাপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশ, জাপান, চিলি, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া

২২ মার্চ ২০২১ সময়কালে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর উপস্থিতিতে Letter of Exchange (LoE) এর মাধ্যমে Addendum to the Protocol to the Transit Agreement Between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of Federal Democratic Republic of Nepal চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অন্যতম। এসব দেশ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিপরীতে বাংলাদেশকে ঐসব দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে কোন প্রকার শুল্ক ছাড় দিতে হয় না। তাই সেসব দেশে বিনা শুল্কে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করা যায়;

(৩) নেপালের সাথে বাংলাদেশের সংশোধিত ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর

২২ মার্চ ২০২১ সময়কালে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে দুই দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে Letter of Exchange (LoE) এর মাধ্যমে Addendum to the Protocol to the Transit Agreement Between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of Federal Democratic Republic of Nepal চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে রেলপথে নেপাল বাংলাদেশের সাথে পণ্য পরিবহণ করতে পারবে;

(৪) বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যচুক্তি (PTA) স্বাক্ষর

বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ও ভুটানের মাননীয় ইকনোমিক এ্যাফেয়ার্স এবং রিজিওনাল ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Preferential Trade Agreement (PTA) Between Bangladesh and Bhutan স্বাক্ষর করেন, যা বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে Virtually সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এ চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত (duty free) প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। এর প্রভাবে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি), বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিং এর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত Preferential Trade Agreement (PTA) Between Bangladesh and Bhutan স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং ভুটানের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস্টার রিনচেন কুয়েন্টসিল চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

(৫) কমসেক এর ৩৬তম অধিবেশন

OIC সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রণীত Protocol এবং Rules of Origin (RoO) চুক্তিগুলো বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৪৭৬টি পণ্যের একটি অফার লিস্ট ইতোমধ্যে OIC সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে। TPS-OIC কার্যকর হলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সদস্যভুক্ত দেশসমূহে অধিক পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। তাছাড়া, OIC এর Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) এর Trade Working Group এর সভায় বাংলাদেশ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে।

২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অর্গানাইজেশনস অব ইসলামিক

কমসেক এর ৩৬তম অধিবেশনে তুরস্কের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইপে এরদোগান এবং বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি বক্তব্য প্রদান করেন।

২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে Commonwealth Connectivity Cluster Week- 3 অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি বক্তব্য প্রদান করেন।

(৬) Commonwealth Business to Business (B2B) Connectivity Cluster সভা

কমনওয়েলথ সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত Commonwealth Connectivity Cluster Week-3 এর আওতায় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে Commonwealth Business to Business (B2B) Connectivity Cluster সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো "Connecting the Commonwealth Private sector for a Digital and Green Recovery"। বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর আমন্ত্রণে উক্ত সভায় কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রী, এপেক্স চেম্বারের সভাপতি, বাণিজ্য সংগঠন, চেম্বার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রী কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন যা নিম্নরূপ:

ক. কমনওয়েলথ বিটুবি ডিজিটাল কানেক্টিভিটি এবং ডিজিটাল হাব স্থাপন করা

খ. কমনওয়েলথ বিটুবি ডিজিটাল মার্কেট স্পেস তৈরি

গ. কমনওয়েলথ দেশসমূহের জন্য ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম গ্রহণ

ঘ. কমনওয়েলথ ট্রেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রিন এন্ড রেজিলিয়েন্ট রিকভারি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং টিম গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।

(৭) India-Bangladesh CEO's Forum এর Terms of Reference (ToR) স্বাক্ষর

১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এ বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) Between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে তারা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে দু'দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে পারবে;

১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) Between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী।

৭-৮ মার্চ ২০২১ এ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা।

(৮) বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সভা

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা ০৭-০৮ মার্চ ২০২১ এ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৪ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। অপরপক্ষে, ০৭ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প সচিব জনাব অনুপ ওয়াধাওয়ান (Mr. Anup Wadhawan)।

(৯) Commonwealth Workforce Recovery Initiative' সংক্রান্ত

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের বেকার/কর্মহীন নাগরিকগণকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করার লক্ষ্যে 'The Commonwealth Workforce Recovery Initiative' এর আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত Coursera online প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের জন্য উন্মুক্ত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ হতে সর্বমোট ১৩১১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিক্ষার্থীদের জন্য Asian Convocation ২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এশিয়ার ৪টি দেশের মাননীয় মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন যেখানে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে, Commonwealth 'Skills for Work Program'এর আওতায় Coursera.Udemy and Grow with Google নামক তিনটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যার প্রথম পর্যায় ১ এপ্রিল ২০২১ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে এবং তা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বাংলাদেশ হতে তিনটি কোর্সে সর্বমোট ৫০৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে। ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ৬ মাস মেয়াদি উক্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০২৩ সাল পর্যন্ত চলবে। আশা করা যায়, Commonwealth Schlorship এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকরিসহ অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করবে।

২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে Commonwealth Coursera Asian Convocation অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি বক্তব্য প্রদান করেন।

(১০) চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা সংক্রান্ত

সম্প্রতি চীন তাদের ট্যারিফ লাইনে বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্যে (৯৭%) শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া চীনের সাথে বাংলাদেশের একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

(১১) বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সভা

বাংলাদেশ-নেপাল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ষষ্ঠ সভা ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে এ সভাটি জুম ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। অপরপক্ষে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট নেপাল প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন নেপালের শিল্প, বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রণালয় এর সচিব ড. বৈকুণ্ঠ আড়িয়াল।

(১২) নেপালিজ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ৫৫ তম বার্ষিক সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর অংশগ্রহণ

১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত নেপালিজ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ৫৫ তম বার্ষিক সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি Guest of Honour and Keynote Speaker হিসেবে ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন।

১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত নেপালিজ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ৫৫ তম বার্ষিক সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর ভিডিও বক্তব্য।

(১৩) বাংলাদেশ কর্তৃক "Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific" চুক্তিটি রেটিফিকেশন সংক্রান্ত

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে UNESCAP প্রণীত (৭২তম সেশনে, মে, ২০১৬, রেজুলেশন নম্বর- ৭২/৪) "Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific" চুক্তিটি বাংলাদেশ ২০১৭ সালে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চতুর্থ দেশ হিসেবে Agreement টি রেটিফাই করে। চুক্তিটি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে কার্যকর হয়েছে। চুক্তিটি কার্যকর এর মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর ও দ্রুততর হবে। বর্ণিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি কার্যকর এর মাধ্যমে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর Trade Facilitation Agreement দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, এটি আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস করবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এর ফলে Ease of Doing Business Index এ বাংলাদেশের অবস্থান এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্ষম হবে। এ ছাড়া সরকারের One Stop Service এবং National Single Window Project দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হবে। সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

(১৪) Common Fund for Commodities (CFC)

বিশ্বের ১২১টি সদস্য দেশের ২৫টি Constituency নিয়ে গঠিত একটি Intergovernmental প্রতিষ্ঠান। CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ CFC Governing Council এ সদস্য হিসেবে সংস্থার নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Council এর Managing Director পদে ২০২০-২৩ মেয়াদে ০৪ (চার) বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং দায়িত্ব পালন করছেন। গত ৮-৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে CFC Governing Council এর ৩২ তম সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিএফসি গর্ভনর হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উন্নয়নশীল

২৮ জুন ২০২১ তারিখে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দলনেতা মিজ রেনসে তেরিংক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

দেশসমূহের পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণে সিএফসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে একত্রে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

(১৫) বাংলাদেশ কর্তৃক UNITED NATIONS GLOBAL SURVEY ON DIGITAL AND SUSTAINABLE TRADE FACILITATION -2021 Bangladesh-BGD সম্পাদন

বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক UNITED NATIONS GLOBAL SURVEY ON DIGITAL AND SUSTAINABLE TRADE FACILITATION-2021 Bangladesh-BGD সম্পাদন করা হয়েছে। ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ভেলিডেশন (validation) কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত সার্ভের কাজ চূড়ান্ত করা হয় এবং UNITED NATIONS বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৬) Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue সংক্রান্ত

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর অদ্যাবধি ৬টি Dialogue সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ সভা ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, গত ১৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় EU-Bangladesh Joint Commission on Trade and Economic Cooperation-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue এর পরবর্তী সভার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি দলের সাথে ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে Customs and Tax ও Green Business এবং ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে Shipping and Logistics সাবগ্রুপ নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দলনেতা মিজ রেনসে তেরিংক (Ms. Rensje Teerink) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর সাথে ২৮ জুন ২০২১ তারিখে সৌজন্য স্বাক্ষাতে মিলিত হন।

(১৭) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (D8 PTA) সংক্রান্ত

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের (বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া) সরকার প্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Developing-8 (D-8) জোট গঠন করে। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি দলের সাথে সাব-গ্রুপ পর্যায়ের সভা।

৫ এপ্রিল ২০২১ এ D-8 Business Forum এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি।

বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া এ চারটি দেশ অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ২৫ আগস্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী সকল দেশে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। ডি-৮ এর দশম শীর্ষ সম্মেলন ভার্চুয়ালি ৮ এপ্রিল ২০২১ এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে D-8 Business Forum এর সাইড ইভেন্ট হিসেবে D-8 Chamber of Commerce and Industry Ges The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন।

(১৮) বাংলাদেশ ও ভারত Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures স্বাক্ষর সংক্রান্ত

বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৭ মার্চ ২০২১ এ Establishment of a Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures Between Bangladesh and India চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এটি স্বাক্ষরের ফলে Trade Remedial Measures বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। এ ছাড়া এন্টিডাম্পিংসহ অন্যান্য শুল্ক বাধা আরোপের পূর্বে বাংলাদেশের সাথে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(১৯) বর্ডার হাট সংক্রান্ত

দুর্গম বর্ডার এলাকায় বসবাসরত দুই দেশের জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্য বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ও সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ৪টি (চারটি) বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ ২০২১ এ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে আরো ৩টি নতুন বর্ডার হাট (Baganbari-Ryngku, Saydabad-Nalikata ও Bholaganj-Bholaganj) উদ্বোধন করা হয়। বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য কমে আসছে।

(২০) বিবিধ কার্যাবলি

এফটিএ অনুবিভাগ কর্তৃক উপরে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন দেশ এবং জোটের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ সম্পাদন করা হচ্ছে। এ ছাড়া UNESCAP, UNCTAD, ADB, SAFTA, SASEC, BIMSTEC, WB, IOR, G-77, G-7, ADB, IDB, ICDT, EC, EU, Commonwealth ইত্যাদি সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

(আ) রপ্তানি অনুবিভাগ

(১) নগদ সহায়তা প্রদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Export-led প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সরকারের সময়কালে রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩৫টি পণ্য/খাতে রপ্তানির ওপর ২% থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে সুপারিশ করা হয়েছে। করোনাত্তর পরিস্থিতিতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান পণ্য/খাত ছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিক সম্ভবনাময় ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে এমন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাত সম্প্রসারণ ও হার যৌক্তিকীরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ

(i) রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ অগ্রাধিকার খাতে নীতি সুবিধা প্রদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে; এবং

(ii) পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করা হচ্ছে। চামড়া ও পাদুকাসহ চামড়াজাত পণ্য-কে বর্ষপণ্য-২০১৭, কাঁচামালসহ ঔষধ-কে বর্ষপণ্য-২০১৮, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য-কে বর্ষপণ্য-২০১৯ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য-কে বর্ষ পণ্য-২০২০ ঘোষণা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "আইসিটি পণ্য ও সেবা" কে বর্ষপণ্য-২০২১ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছেন।

(৩) রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও নির্ধারণ

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের অব্যাহত নীতি সহায়তার ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিকল্প রপ্তানি পণ্য প্রসারে উৎসাহ প্রদান, নগদ সহায়তা প্রদানসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাত মিলে মোট ৪৮.০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন ডলার (পণ্য খাতে ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৬.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৫১%। তবে পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ১৪.১২%।

(৪) Export Competitiveness for Jobs

(i) প্রকল্পের আওতায় "চামড়া খাতের রপ্তানি উন্নয়নে পথ নকশা" প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়েছে;

(ii) প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগত (ESQ) কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে "কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক" প্রণীত হয়েছে এবং ৩৫০টি হ্যান্ডবুক বিতরণ করা হয়েছে;

(iii) পরিবেশ, সামাজিক ও গুণগত (ESQ) উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ৪টি সেক্টরের-(লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, এবং প্লাস্টিকসহ) কারখানা সংস্কারে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে কারখানা এসেসমেন্ট পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পের অধীন Export Readiness Fund (ERF) হতে গ্রান্ট প্রদান শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৬০টি কারখানার অনুকূলে ম্যাচিং গ্রান্ট বাবদ চাহিদার ৯০% হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার করে মোট ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। ERF গ্রান্ট কার্যক্রমের আওতায় Window 2,3 কার্যক্রমে ১৬টি কারখানার অনুকূলে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসেবে ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় অত্র প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল এন্ড পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুপমেন্ট (MPPE) পণ্যসমূহ প্রস্তুতের জন্য ৫০টি কারখানাকে অনুদান প্রদান করা হবে। বিভিন্ন কারখানার পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগত (ESQ) কমপ্লায়েন্স উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৮টি ট্রেনিং মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

(iv) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০.০০ একর জমি, বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জে ১০.০০ একর জমি, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ৫.২০ একর জমি এবং কাশিমপুর, গাজীপুরে ৫.০০ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিকমানের চারটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার। বিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া-পাদুকা, আইটি ও প্লাস্টিক খাতসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিগত সেবা, পণ্যের ডিজাইন সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি সক্ষম করে তোলা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য চারটি টেকনোলজি সেন্টারের প্রাথমিক রূপরেখার খসড়া প্রণীত হয়েছে। চারটি টেকনোলজি সেন্টারের কোম্পানি আইনে (২৮ ধারায়)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই, চট্টগ্রাম-এ অবস্থিত এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্পের টেকনোলোজি সেন্টার নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান।

নিবন্ধনের জন্য কোম্পানিসমূহের সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকনোলজি সেন্টার চারটির ডিজাইন-ড্রইং সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে; এবং

(v) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানিমুখী এ ৪টি সেক্টরের ক্লাস্টার ভিত্তিক টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৫) বিদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MoU স্বাক্ষর

(i) বাংলাদেশ ও চেক রিপাবলিক এর মধ্যে ২১ মে ২০১৯ তারিখ "Agreement on Trade Promotion and Economic Cooperation Between the Government of the Czech Republic" চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের সাথে নতুন করে মেক্সিকো, চিলি, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কম্বোডিয়া ও তাজিকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং যুক্তরাজ্যের সাথে Trade and Investment Dialogue সংক্রান্ত MoU সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । চলতি অর্থবছরে বেলারুশ, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ডও যুক্তরাজ্যের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। থাইল্যান্ডের সাথে কুয়েত ও কম্বোডিয়ার মধ্যে প্রথম জয়েন্ট ট্রেড কমিটির ৬ষ্ঠ জেটিসি, ভিয়েতনামের সাথে ৩য় জেটিসি এবং সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

(ii) বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের ৪৫টি দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি এবং MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার আওতায় খাতভিত্তিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) কর্মাশিয়াল উইং স্থাপনের কার্যক্রম

(i) বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইং ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), তেহরান (ইরান), ইয়াংগুন (মায়ানমার), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল লস এঞ্জেলস (যুক্তরাষ্ট্র)-এ কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং নতুন সৃজিত কুনমিং (চীন) এর কনস্যুলেট জেনারেল দপ্তরের বাণিজ্যিক উইংয়ে প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) পদে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

(ii) ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে বাণিজ্যিক উইং সৃজন এর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করলেও অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনাপত্তি প্রদান করেছে; পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং

(iii) বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইং অস্ট্রেলিয়া

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডায়ালগ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

(ক্যানবেরা), ফ্রান্স (প্যারিস), সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর), যুক্তরাজ্য (লন্ডন), নতুন সৃজিত সৌদি আরব (জেদ্দা)-এ কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং মালয়েশিয়া (কুয়ালালামপুর), কানাডা (অটোয়া) বাণিজ্যিক উইংয়ে প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) পদে কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৭) তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সাথে বেশ কিছু নীতি সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

(i) বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাকের রপ্তানি হ্রাস পেলেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ, আর্থিক প্রণোদনা ও যথাযথ নীতি সহায়তার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি অনেকাংশে পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছে। বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল উইং নিয়মিতভাবে বিদেশি ক্রেতা, ক্রেতা সংগঠন ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগ/নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে রপ্তানি অক্ষুণ্ন এবং প্রসারে কাজ করছে। তাছাড়া, এ খাতের চলতি মূলধনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

(ii) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে দেশের প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে German Agency for International Cooperation (GIZ)-এর কারিগরি সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের জন্য কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত সাব-কমিটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নে কাজ শুরু করেছে;

(iii) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর Everything But Arms (EBA) engagement এর আওতায় ইইউ এর কর্মকর্তাদের টেকনিক্যাল মিশনের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের একাধিক সভা বিগত জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে সরকারের তিন সচিব (পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও শ্রম)- এর সাথে ইইউ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাধিক সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত এক তরফা শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের চাহিদা মোতাবেক শ্রমিক অধিকার অধিকতর উন্নয়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, আইএলও কনভেনশন রেটিফিকেশন, আইএলও-এর পরামর্শ মোতাবেক শ্রম আইনে সংস্কার ইত্যাদি ইস্যুসমূহে আলোচনা করা হয়। ইইউ-এর চাহিদা মোতাবেক একটি National Action Plan for the Labor Sector of Bangladesh প্রণয়নপূর্বক ইইউ-তে প্রেরণ করা হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে এই National Action Plan ইইউ থেকে ভবিষ্যতে সুবিধাজনক বাণিজ্য সুবিধা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর ইইউ-তে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা থাকবে না। ইইউ তাদের জিএসপি রেগুলেশন নতুন করে প্রণয়ন করছে। এই প্রেক্ষিতে ও ইইউ- এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা জরুরি। এই আলোচনা ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;

(iv) তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ওভেন, নিট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজম্যান্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০৫০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে দক্ষ মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের ৬ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশান এন্ড টেকনোলজির সাথে ২৯ জুন ২০২১ তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত ১০৫ জন ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

(৮) সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারক ব্যক্তিকে সিআইপি নির্বাচন করা হচ্ছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালের জন্য নির্বাচিত ১৮২ জন ব্যক্তিকে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করেন। এ ছাড়াও, প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের প্রাথমিক সিআইপির তালিকা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে পাওয়া গেছে। সিআইপি তালিকাসমূহ চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(৯) জাতীয় রপ্তানি ট্রফি

(i) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে গত ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেছেন; এবং

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার

(ii) ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফির আবেদন যাচাই বাছাই শেষে প্রাথমিক তালিকা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে পাওয়া গেছে। এটি চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(১০) ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ

বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যমেলায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী করোনা (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৯টি ভার্চুয়াল এবং ০১টি ফিজিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ কারণে ২০২১ সালে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এখন থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা পূর্বাচলে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ- চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

১১.ক) মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এর সাথে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (ITO Naoki), ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিজ নাথালি (Ms. Nathalie), ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান (Mustafa Osman Turan), ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত সার্লোট্টা স্লাইটার (Charlotta Schlyter), ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী (Vikram Kumar Doraiswamy), ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে টেনজিন লেকফেল (Tenzin Lekphell), BIMSTEC এর Secretary General, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ নিযুক্ত কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ান (LEE Jang-keun), ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বেলারুশ প্রজাতন্ত্র এর উপমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, দিমিত্রি হ্যারিটনচিক (Dmitry Haritonchik), ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে মিজোরামে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রী ড. আর লালথাংলিয়ানা (Dr. R Lalthangliana), সাক্ষাত করেন এবং একই দিনে ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব সাদিয়া ফয়জুননেসা জন্য সাক্ষাত করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উপরিল্লিখিত সৌজন্য সাক্ষাতের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ হবে মর্মে আশা করা যায়।

১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর সাথে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর সাথে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত সার্লোট্টা স্লাইটার সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

১১.খ) মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ

২৪ জুন ২০২১ তারিখ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এর সাথে সিংগাপুরের পরিবহণ ও পরিবহণ সম্পর্ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইসোরান (Mr. Iswran) ভার্চুয়াল সভা করেন। উক্ত ভার্চুয়াল সভায় উভয় দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ নানাবিধ আলোচনা হয়। এ সভার ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণও হবে মর্মে আশা করা যায়।

১১.গ) রিপোর্ট রিটার্ন পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণ

কর্মাশিয়াল কাউন্সিল ও প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)গণ কর্তৃক প্রথম মাসিক ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট রিটার্ন পদ্ধতি যুগোপযোগী করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত রিপোর্ট রিটার্ন অনুযায়ী এখন থেকে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ বাজার সুবিধা সহজীকরণে তাদের গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

(ঘ) নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন

কর্মাশিয়াল কাউন্সিল ও প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)দের জন্য ২ মাস ব্যাপী নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে নব নিয়োগকৃত কর্মাশিয়াল কাউন্সিল ও প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)দের জন্য নতুন মডিউল অনুযায়ী ২ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস। উক্ত অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

(ঙ) মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর ওয়েবিনার-এ অংশগ্রহণ

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে "Post COVID-19: Challenges & Opportunities for Enterpreneurship and Employment in e-Commerce in Bangladesh' organized by France-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry with the Collaboration with BIDA" শীর্ষক ওয়েবিনার এ প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে "Bilateral Trade and Investment Opportunities in the Ongoing Global Pandemic and Beyond" শীর্ষক দ্বিপাক্ষিক ওয়েবিনার এ অংশগ্রহণ করেন।

(১২) জাতীয় সম্পদ চামড়ার ব্যবস্থাপনা

কাঁচা চামড়া হচ্ছে চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ। দেশে উৎপাদিত মোট কাঁচা চামড়ার প্রায় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে। কাঁচা চামড়ার গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথভাবে পশুর শরীর হতে চামড়া ছাড়ানো এবং সংগ্রহের পরপরই পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ দেয়া আবশ্যক। অন্যথায় এর বাজার মূল্য, শিল্পে ব্যবহার ও রপ্তানি উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এ সময় দেশব্যাপি কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয়,

১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে নব নিয়োগকৃত কর্মাশিয়াল কাউন্সিলর ও প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)দের জন্য নতুন মডিউল অনুযায়ী ২ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস। উক্ত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

পারবহণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং কমিটি ও কন্ট্রোল সেল গঠন করা হয়ে থাকে। মনিটরিং কার্যক্রমে মহানগর ও মাঠ প্রশাসনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উপরন্তু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে টিভি কর্মাশিয়াল (টিভিসি) এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, বাংলাদেশ বেতার এবং কমিউনিটি রেডিও-তে গণবিজ্ঞপ্তির বার্তা সম্প্রচার, লিফলেট বিতরণ, পৌর ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে প্রচারণা চালানো এবং মুঠোফোনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক ক্ষুদে বার্তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছানো প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সহনীয় মূল্যে লবণের পর্যাপ্ত মজুদ বজায় রাখা, মসজিদ/মাদ্রাসায় জনসচেতনতামূলক বয়ান প্রচারকরণ, কোরবানির পর দ্রুততার সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ, ট্যানারি মালিকদের অনুকূলে ঈদের পূর্বে স্বল্প সুদে/সার্ভিস চার্জে এবং সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান, কাঁচা চামড়ার মান বজায় রাখার লক্ষ্যে কোরবানির দিন হতে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মাঠ পর্যায় হতে কাঁচা চামড়া ঢাকা অভিমুখে পরিবহণ না করা প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৩) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে রপ্তানি খাতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সমস্যা নিরসনপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত রপ্তানি টাস্কফোর্সের সাপ্তাহিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত:

i) কমার্সিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিব গণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কাজের মাসিক মূল্যায়নের জন্যে প্রতিবেদন ফরম্যাট প্রস্তুত করা হয়েছে;

(ii) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কমার্সিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিব প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে;

(iii) প্রত্যেক বছরের সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান-কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ন্যায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি' প্রদানের জন্য 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা ২০২০' এ অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

(iv) ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে বাংলাদেশে Virtual Trade Fair আয়োজন এবং বিদেশে একটি Virtual Trade Fair এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(v) Traditional পোশাক/হালাল ফ্যাশন বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এসইএমই ও এফবিসিসিআই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা আয়োজন করতে হবে;

(vi) কোভিড-১৯ এর বাস্তবতায় প্রচলিত পণ্যের বাইরে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত ও আইসিটি খাত এর প্রতিনিধিদের নিয়ে সুবিধাজনক সময়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করতে হবে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে;

(vii) বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ৪৫টি চুক্তি রয়েছে যার আওতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রসারের জন্য MoU সম্পাদিত হয়েছে। এসকল চুক্তি সংগ্রহপূর্বক ফলো-আপ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হবে;

(viii) দেশে দেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) এর সভাপতিত্বে বিশেষ সভা আয়োজন করতে হবে;

(ix) বিভিন্ন দেশের কমার্শিয়াল উইং হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত সভা আয়োজন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং

(x) কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২৮টি আর্থিক প্যাকেজে ২১.৭৩ বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ (জিডিপির ৬.১৩%) এর ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন Trade Associations এর আবেদন এবং এতদসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রজ্ঞাপনসমূহ পরীক্ষাপূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে।

(ই) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত এলসি নিষ্পত্তিকরণ তথ্যসহ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজারদরের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে এ পূর্বাভাস সেল সফলভাবে কাজ করে আসছে। অধিকন্তু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এবং খাদ্য সামগ্রী ভেজালমুক্ত রাখার স্বার্থে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে প্রতিদিন ৪টি করে প্রতি সপ্তাহে মোট ২৮টি টিম ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিটি টিমে কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যসহ মোট ০৭ জন করে সদস্য রয়েছেন। বাজার মনিটরিং টিম ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা/পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করে থাকে। উক্ত টিমসমূহ গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৩৫টি বাজার অভিযানপূর্বক ১,৮২৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ১২,৯০,৫০০ (বার লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এর পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০/- (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ আট হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করেছে। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(২) টিসিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ

পবিত্র রমজান মাসসহ করোনা কালে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়া কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) পরিস্থিতিতে টিসিবি কর্তৃক গত মার্চ ২০২০ হতে জুন ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৮৭,৫২৩টি ট্রাকের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (চিনি-৫৫,৩৫৪.৬০০ মেট্রিক টন, মশুর ডাল-২৪,৯৫১.০১৫ মেট্রিক টন, সয়াবিন তেল-৭৭,২৮৯.১৪০ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ-৬৮,৪৭১.০০০ মেট্রিক টন আলু-২১৫.২৭০ মেট্রিক টন, ছোলা-১৪,৮৩০.১৭৫ মেট্রিক টন ও খেজুর ১,০১১.৩৫ মেট্রিক টন বিক্রয় করা হয়। এর ফলে ট্রাক প্রতি ৪০০ পরিবার হিসেবে প্রায় ০৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৯ হাজার ০২ শত পরিবার (পরিবার প্রতি ০৪ জন হিসেবে প্রায় ১৪ কোট ৩৬ হাজার ০৮ শত জন) সুবিধা ভোগ করেছেন। টিসিবি কর্তৃক ডিলারশীপ ই-কমার্স (অনলাইন ডিলার) এর মাধ্যমে (চিনি-১১.৬৩০ মেট্রিক টন, মশুর ডাল-৭.৪৫০ মেট্রিক টন, সয়াবিন তেল-৫৬.৭০০ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ-৫৮২.০০ মেট্রিক টন ও ছোলা ১৩.০০ মেট্রিক টন) উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ০২ হাজার (জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার জন।

সারাদেশব্যাপী টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিম টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। কোন অনিয়ম/অব্যবস্থাপনা পেলে তা সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এর পাশাপাশি বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে 'করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি প্রতি সপ্তাহে সভা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রপ্তানি বাজার প্রসার, টিসিবির কার্যক্রম মনিটরিং ও অন্যান্য উদ্ভূত

টিসিবি'র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান পি.এস.সি কে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এই কমিটি এখন পর্যন্ত ২৩টি সভার মাধ্যমে প্রায় ৮৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে করোনা পরিস্থিতিতে পবিত্র রমজান মাসেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিল।

তাছাড়া, বাজারে অসম প্রতিযোগিতা নিরসনকল্পে 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' এর আওতায় প্রতিযোগিতা কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

(৩) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজ করছে এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮টি (আটটি) বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণ এই আইনের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনাকালে মোট ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০/- (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ আট হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। এ ধারা আরও জোরদার করার কার্যক্রম চলছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের নেতৃত্বে ঢাকায় কারওয়ান বাজার এবং বনশ্রী কাঁচাবাজারে পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রম

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম

কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) জনবান্ধব আমদানী নীতি প্রণয়ন

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবসা বান্ধব আমদানি নীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫) খাদ্যে ভেজাল রোধ ও জননিরাপত্তায় ব্যবস্থা গ্রহণ

খাদ্যে ফরমালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রয়োগ রোধকল্পে ফরমালিন আইন, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান থাকায় জনস্বাস্থ্যকে অধিকতর সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসিড আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এসিডের অপব্যবহার রোধপূর্বক সাধারণ জনগণের সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(৬) করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং উদ্ভূত যে কোনো সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে তথা internal quick response নির্ধারণ ও তদানুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিধার্থে বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ কমিটি এ পর্যন্ত ২৩টি সভার মাধ্যমে ৮৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। এই টাস্কফোর্স কমিটি সময়ে সময়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপন করা হলো:

(i) ০৭টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;

(ii) ট্রাকসেলের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় বিস্তৃতকরণ;

(iii) সেপ্টেম্বরকে লীন পিরিয়ড বিবেচনায় পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(iv) চামড়ার মূল্য নির্ধারণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(v) চামড়া ক্রয়/ বিক্রয় নজরদারির জন্য মনিটরিং টিম গঠন;

(vi) সিনিয়র সচিব/ সচিবগণের নিকট হতে প্রাপ্ত জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(vii) টিসিবির স্ট্রেনদেনিংয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(viii) দ্রব্যমূল্য মনিটরিং বিষয়ে অ্যাপস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;

(ix) দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেলকে শক্তিশালীকরণ;

(x) বাজার মনিটরিং জোরদারকরণ;

(xi) আমদানি ও রপ্তানিকারকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(xii) আমদানি-রপ্তানিকারকসহ পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে সভা অব্যাহত রাখা;

(xiii) নিত্যপ্রয়োজনীয় আমদানিকারকগণকে ফরোয়ার্ড আমদানির জন্য সহযোগিতা প্রদান;

(xiv) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত ডাটা প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ; এবং

(xv) ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র, কুইক রেসপন্স টিম ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম গঠন।

(ঈ) প্রশাসন অনুবিভাগ

(১) প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম

(i) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক আইসিটি সেলের জন্য রাজস্ব খাতে ১২ (বার) টি পদ সৃজন করা হয়েছে;

(ii) ট্রেড সাপোর্ট মেজারস্ উইং গঠনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৪ (চার) টি ক্যাডার পদসহ ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত ক্যাডার পদসহ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;

(iii) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, সরকার কর্তৃক গৃহিত কার্যাবলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্তে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসম্পাদন করার জন্য ৫ সদস্যের সমন্বয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন নামে একটি অস্থায়ী সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেল এর কর্মপরিধি নিম্নরূপ: Emerging Issue সংক্রান্ত কার্যাবলি, SDG বিষয়ক কার্যাবলি, Least Developed Countries (LDC) Graduation সংক্রান্ত কার্যাবলি, LDC Graduation সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এর সাথে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য ও সেবাখাত অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, মাননীয় মন্ত্রী/সচিব এর আন্তর্জাতিক সেমিনার এর জন্য বক্তৃতা প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা মতে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি;

(iv) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলকে ডব্লিউটিও উইংএ রূপান্তর করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;

(v) ই-নথি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি উইং এবং দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

(vi) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্দেশনা মতে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে তা নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জরুরিভিত্তিতে নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং উক্ত সময়ে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এতদসংক্রান্ত দুইটি আইন যথা: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' -এর তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; এবং

(vii) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আওতায় নতুন আইন প্রণয়ন, এবং প্রণীত আইন/অধ্যাদেশের পরিমার্জন/সংশোধন ও রহিতক্রমে জরুরিভিত্তিতে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে।

(২) নিয়োগ, পদোন্নতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

(i) *কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিত্র (রাজস্ব বাজেটে)*

সংস্থার স্তর	*অনুমোদিত পদ*	*পূরণকৃত পদ*	*শূন্যপদ*	*বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ*	*মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৩০৬	২৬৯	৩৭	৪৫	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদসংখ্যা)	১৭০২	১১৮২	৫২০	১৮৯	
মোট	২০০৮	১৪৫১	৫৫৭	২৩৪	

(ii) শূন্যপদের বিন্যাস সংক্রান্ত চিত্র

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	১২	৯৭	৫১	২৮৪	১১৩	৫৫৭

(iii) নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত চিত্র

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০	৩৮	৫৮	১৫	৪৪	৫৯	১১৪টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(iv) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার চিত্র (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০০০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৫	-	-	-	-	৫

(v) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার চিত্র (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ -এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	২৭	-	২৭	০১

(৩) মানবসম্পদ উন্নয়নের চিত্র

(i) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৮	৭২০

(ii) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৫৩০টি	১৬,৬৬৫জন

২০-২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন।

(ii) তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটার স্থাপন ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৫৭	আছে	আছে	আছে/না	৩০১	৪১৮

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯	৪২.৮৫	১৯	০৬	-	১৩	৪২.৮৫
১	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৫৬	৩৪.৮০	৫৬	৪	১.৭৪	৫২	৩৩.০৬
২	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	১১	৪.৫৬	১১	-	-	১১	৪.৫৬
৩	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৪২১	২২৪.৫৩	৩১	১১৯	৫৯.২০	৩০২	১৬৫.৩৩
৪	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	০৬	০.৭১৫২	০৬	০৬	০.৭১৫২	-	-
৫	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৬৭	৫৬১.২৫	২০	-	-	৬৭	৫৬১.২৫
৬	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	০৭	১.১৬	০৬	০১	০০	০৬	১.১৬
৭	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০২	৩৯.৫৭	০২	০২	৩৯.৫৭	০০	০০
৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	০২	১.১৮	-	-	-	০২	১.১৮
সর্বমোট		৫৯১	৯১০.৬১	১৫১	১৩৮	১০১.২২	৪৫৩	৮০৯.৩৯

(৪) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্য

(অর্থ বিভাগের জন্য) (টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)		২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	৩৪	৩৭.৮	২৭	২৫.১১০		
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৬৫.০১	১৫৮.৫৮	১৪৭.২৪	১০৭.৪৪	+১৩.১০	+৫১.৪৩
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসেবে							

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উদযাপন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থারসমূহের সহায়তায় ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে টিসিবি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন।

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি।

(উ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell) এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত এগ্রিমেন্ট এর আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ.বি.ও.সি. ক্যাটাগরি চিহ্নিত করে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডব্লিউটিও-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ক্যাটাগরি 'বি' বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে ডব্লিউটিও-তে নোটিফাই করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাটাগরি 'সি' এর আওতায় যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

WTO এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৫ টি দেশ (counting the European Union as one) ইতোমধ্যে তাদের সেবা খাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আওতায় সকল ধরণের মেধাসত্ত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরও ১৩ বছরের জন্য শিথিল করা হয়েছে। পূর্বে এর সময় ছিলো ২০২১ সাল পর্যন্ত। সে হিসেবে এ বিশেষ সুবিধা আগামী ১ জুলাই ২০৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান সুবিধাদি বলবৎ রাখার জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগে এলডিসি গ্রুপের পক্ষ থেকে ডব্লিউটিও'র আগামী মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে ডব্লিউটিও'র জেনারেল কাউন্সিলে দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্য বর্তমান সুযোগ-সুবিধা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (১২ বছর) অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT), নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক

ডব্লিউটিও সেল এবং বিজিএমইএ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি।

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আওতায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সিলেট ওমেনস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেল জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান।

কর্মশালা/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১২০০ জনের অধিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দকে বাণিজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-1 এর আওতায় "Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় "Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifzing Opportunities and Challenges" এবং "Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets" শিরোনামে দু'টি স্টাডি সম্পন্ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা হয়েছে।

EIF এর Tier-2 প্রকল্পের আওতায় "Export Diversification and Competitiveness Development Project" প্রকল্পটি চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় High end Readymade Garments এর উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর ডব্লিউটিও সেল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সাথে যৌথভাবে æCentre of Inovation, Efficiency & Occupational Health & Safety (OSH)" নামে একটি 'ইনোভেশন সেন্টার' স্থাপন করার লক্ষ্যে ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় API বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি-১ (BRCP-1) প্রজেক্ট এর আওতায় ৩৯টি দপ্তর/সংস্থার সাথে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এর তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে জনগণের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লাভ সহজীকরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত ন্যাশনাল ট্রেড এ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (NTTFC) এর সুপারিশ অনুসারে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩টি স্টাডি/গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরও বাংলাদেশ যাতে TRIPS চুক্তির আওতায় ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত প্রাপ্য অব্যাহতি সুবিধা ১ জানুয়ারি ২০৩৩ পর্যন্ত, সার্ভিস ওয়েভার (Service Waiver) সুবিধা ২০৩০ সাল পর্যন্ত, Subsidy on Non-Agricultural Product এর ক্ষেত্রে সুবিধা ২০২৬ সাল পর্যন্ত, Net Food Importers Developing Countries এর লিস্টে ২০২৬ এর পর তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টার জন্য একটি প্রস্তাব এলডিসি গ্রুপে পাঠানোসহ এলডিসি গ্রুপে উক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হলে তা ১২তম মিনিস্টিরিয়াল এ সিদ্ধান্ত আকারে আনার জন্য নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে TRIPS চুক্তির আওতায় প্রাপ্য General Exemption এর মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে পরবর্তী ১৩ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে General Exemption এর আওতায় সুবিধা ভোগ ২০৩৪ পর্যন্ত করা যাবে। এর পাশাপাশি এ ধরণের সুবিধা যাতে গ্র্যাজুয়েটিং এলডিসিসমূহ ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটিং এলডিসিসমূহ একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে এবং প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থন আদায়ে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ EU-GSP এর সুবিধা ২০২৯ সালে হারাবে। এক্ষেত্রে EBA আরও

বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ EBA পরবর্তী GSP+ সুবিধা উপভোগের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ই-কমার্স

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ই-কমার্সে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭৪০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ১৫২টি ব্যাচে ৩৮০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতকে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে আনয়ন করার জন্য "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে ই-কমার্স খাতে বাণিজ্য প্রসারিত হবে, নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এ ছাড়া ডিজিটাল কমার্সকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অনলাইনে ই-কমার্স প্রশিক্ষণ

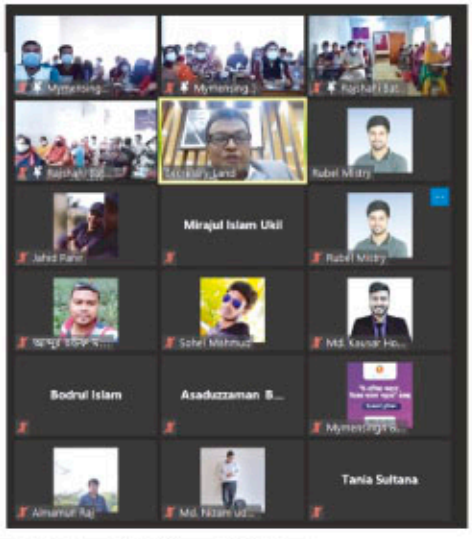

চট্টগ্রামে ই-কমার্স প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি।

ঊ) পরিকল্পনা সেল

(i) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০টি প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে ০৭টি (জিওবি/পিএ প্রকল্প ৫টি ও নিজস্ব তহবিলে ২টি প্রকল্প) বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২২০৪০.০০ লক্ষ (দুইশত বিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা যার মধ্যে জিওবি (ইপিবি'র নিজস্ব ১৩১০.০০ লক্ষ টাকাসহ) ১২৯৮১.০০ লক্ষ (একশত উনত্রিশ কোটি একাশি লক্ষ) টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৮৭১৮.০০ লক্ষ (সাতাশি কোটি আঠারো লক্ষ) টাকা এবং নিজস্ব অর্থ ৩৪১.০০ লক্ষ (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ) টাকা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের হার ৭৪.৮৬%। উল্লেখ্য যে এ বছর জাতীয় অগ্রগতি ছিল ৮২.২১%। সরকারি অর্থের বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ৫৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২০তম স্থান অর্জন করেছে। সরকারি অর্থের বাস্তবায়নের হার ৮৩.৫৬%;

(কোটি টাকায়)

সাল	চলমান প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	নতুন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়
২০২০-২০২১	১০টি	২২০.৪০	-	-
২০১৯-২০২০	১০টি	২০৭.০৮	০৬	৩০০.০০
২০১৮-২০১৯	১২	২৭৯.৫১	০৪	২০০.০০

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- "বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চীন কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার" নির্মাণ করা হয়।

নির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ- চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে নির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারটি চায়না কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

- করোনাকালীন সময়ে ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো প্রকল্পের মাধ্যমে ই-বাণিজ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্পের মাধ্যমে ০২টি টেকনোলোজি সেন্টার স্থাপনের জন্য কাশিমপুর, গাজীপুর ওবিসিক ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জে জমি অধিগ্রহণ/লিজ নেয়া হয়;
- বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর মাধ্যমে "Diagnostic Studies about Export Facilitation of Agro-processing Sector in Bangladesh" & "Baseline Survey for BRCP-1 (MoC, BLPA & NBR)" বিষয়ে ০২টি সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; এবং
- চা চাষের সম্প্রসারণের জন্য প্রান্তিক চা চাষীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ii) চলমান প্রকল্প

১. প্রকল্পের নাম	:	***বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সং)***
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ইপিবি
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার, চায়না সরকার এবং ইপিবি
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩০৩৫০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	৪ নম্বর সেক্টর, পূর্বাচল, ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ভূমি সংগ্রহ ও উন্নয়ন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন।
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৬০.৩৩%

২. প্রকল্পের নাম	:	***এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস***
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থায়ন	:	জিওবি এবং আইডিএ
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০১২১২ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	মিরসরাই চট্টগ্রাম, হাইটেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (সম্ভাব্য)
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক সেক্টরের এর উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য বিদ্যমান শর্তাবলি প্রতিপালনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও চারটি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ।
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৭৯.৭১%

৩. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার ও আইডিএ
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭১২০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের বৃহত্তর জেলাসমূহ
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নারী ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৯৫.৪১%

৪র্থ ন্যশনাল ট্রেড এন্ড টান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

৪. প্রকল্পের নাম	:	*টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ*
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৪৯৫ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	পচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা, আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৭৪.৪০%

৫. প্রকল্পের নাম	:	*এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস*
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)
অর্থায়ন	:	জিওবি ও বিটিবি
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৯৯ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	সদর, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১৬ লক্ষ চায়ের চা উৎপাদন ও চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ, চা ফ্যাক্টরি স্থাপন এবং সেচ যন্ত্র ক্রয় করা।
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৬৮.৩৭%

এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত চা কারখানায় চা প্রসেসিং মেশিন।

৬. প্রকল্পের নাম	:	*ফিজিবিলিটি স্টাডি অন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস অব এগ্রো-প্রোডাক্টস এ্যান্ড জুট গুডস* (ECAJ) *অব বাংলাদেশ*
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৩০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	-
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	Along with a Draft 20-year Master Plan by incorporating the project components in order to sustain the export competitiveness of agricultural products project interventions by keeping the Vision 2041 in the centre of focus.
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৮.৪৪%

৭. প্রকল্পের নাম	:	*ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো*
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮০০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ই-কমার্স খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৩১.৯৮%

৮. প্রকল্পের নাম	:	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিয়ার-২)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার এবং ডব্লিউটিও (ইআইএফ)
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৯৫ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ঔষুধ শিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্প ও আধুনিক বস্ত্র শিল্প খাতের বৈদেশিক রপ্তানি প্রক্রিয়া সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২.০৪%

৯. প্রকল্পের নাম	:	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)
অর্থায়ন	:	বিটিবি'র নিজস্ব অর্থায়ন
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৮৭ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	লালমনিরহাট
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১৮ লক্ষ চা চারা উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চা চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৮১.০০%

১০. প্রকল্পের নাম	:	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)
অর্থায়ন	:	বিটিবি'র নিজস্ব অর্থায়ন
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৪০ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প এলাকা	:	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলাসমূহ
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১০ লক্ষ চা চারা উৎপাদন ও ক্ষুদ্র চাষীদের মাঝে বিতরণ
৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		৭০.৫৬%

(iii) প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ই-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে করোনাকালীন যথাপোযুক্ত প্লাটফরম গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কার্যকরভাবে সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হবে। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উপনীত হয়ে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

(ঋ) পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর দপ্তর

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বিশেষ করে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসমূহ এবং দেশভিত্তিক বিভিন্ন এসোসিয়েশনসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর অধীন পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন (ডিটিও) উইং হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাপী/জেলা ভিত্তিক উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানসহ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন।

বাণিজ্য সংগঠন উইং-এর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বাণিজ্য সংগঠন (ডিটিও) উইং থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২৭ (সাতাশ) টি বাণিজ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠান-কে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং Ease of Doing Business Index সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কোম্পানির সাধারণ/কমন সিল/অফিসিয়াল সিল ব্যবহার বিলোপ (Eliminate) এর বিধান সংশোধন করে 'কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২০' মহান জাতীয় সংসদে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে পাশ হয় যা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থানের ৮ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে;
- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও অধিকতর ব্যবসা-সহজিকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)-কে সংশোধন করে ১৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে এক ব্যক্তি কোম্পানি (One Person Company ev OPC) গঠনের বিধান রেখে কোম্পানি (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২০ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের পর বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২০ এর খসড়া ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভেটিং পরবর্তীতে উক্ত খসড়া আইন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে;
- পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন উইং থেকে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনের সংখ্যা ৯১১টি। এদের মধ্যে মোট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা ১১৯টি, পেশাজীবি গ্রুপ/মালিক গ্রুপের সংখ্যা ১৮৭টি, বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশন-এর সংখ্যা ৪৩৯টি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারার লাইসেন্স প্রাপ্ত অলাভজনক সংগঠন-এর সংখ্যা ১৬৬টি; এবং
- ১১৯টি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-১টি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি-১টি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-৫টি, উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-১৮টি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ৬৪টি, উপজেলা চেম্বার এর সংখ্যা ১ (এক)টি (ভৈরব), যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ২৯টি।

নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ/কার্যক্রমসমূহ

১) কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে রপ্তানি সমস্যা নিরসন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর সমন্বয়ে কার্যকর উপায়ে আমদানি/রপ্তানি সহায়ক নির্দেশনা জারি, পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহ চেইন বজায় রাখতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদারকি নিশ্চিতকরণ, পণ্য খালাস ও দ্রুততম সময়ে ছাড়করণ, বাণিজ্যিক লেনদেন সহজীকরণ, কমার্শিয়াল উইং-এর মাধ্যমে রপ্তানি আদেশ বাতিল প্রবণতা রোধে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে;

২) কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশ ছাড়াও সমগ্র বিশ্বেই আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে রপ্তানিমুখী শিল্পে নানাবিধ নীতি সুবিধাসহ নগদ আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রণোদনা সহজিকরণ ও

যৌক্তিকীকরণসহ নতুন নতুন খাতকে রপ্তানি প্রণোদনা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

৩। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, শিশুখাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম যাতে সহজে আমদানি করা যায় সে লক্ষ্যে আমদানিকারকদের বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে;

৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে করোনা মোকাবেলা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও আমদানি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করছে। এ কমিটি এই পর্যন্ত ২২টি সভার মাধ্যমে প্রায় ৮১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে;

৫। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯ নং নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে কল-কারখানা চালু করায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আয়ের সংস্থান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে;

৬। দেশের অভ্যন্তরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সমগ্রী উৎপাদনকারী বড় বড় গ্রুপ অব কোম্পানি যেন তাদের উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সঠিক রাখতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসহ আমদানিকারক ও সকল স্তরের ব্যবসায়ীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে;

৭। আমদানিকারকগণের পুঁজি সংকটের কারণে যাতে আমদানি বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা ও ঋত সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে;

৮। নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাসের লক্ষ্যে নৌবন্দর, স্থল বন্দরসহ শুল্কায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে;

৯। করোনা ভাইরাসজনিত পরিবর্তিত বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতিতে নতুন চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য/সেবা চিহ্নিতকরণ ও তদানুযায়ী বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের জন্য সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিবগণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান/বায়ার এর সাথে আলোচনা করে ক্রেতা কর্তৃক রপ্তানি আদেশ যাতে বাতিল না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণ যাতে ক্রেতা দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/বায়ার-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক নতুন নতুন পণ্য/সেবা রপ্তানির আদেশ বৃদ্ধির জন্য আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সকল ট্রেড অর্গানাইজেশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে;

১০। করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক দেশই চলাচল ও পরিবহণ সীমিতকরণের লক্ষ্যে নানারকম কর্মসূচি (যেমন: লকডাউন) বাস্তবায়ন করছে যা পণ্যের অবাধ পরিবহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এ অবস্থায় সরবরাহকারী কোনো দেশ কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করছে/করতে যাচ্ছে কী-না তা তথ্য ও উপাত্তের নিরিখে বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন দেশে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিবগণ নিয়মিতভাবে অবহিত করছেন;

১১। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বব্যাপী Medical Equipment and Personal Protective Equipment (MPPE) চাহিদা তৈরি হওয়ায় এর উৎপাদন ও রপ্তানির বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে ঔষধ ও MPPE এর রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে;

১২। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ ভুটানের ৩০ হাজার প্রবীণ নাগরিকের জন্য বাংলাদেশ হতে জরুরি ঔষধ প্রেরণ এবং মালয়েশিয়ায় হাইড্রোক্সো-ক্লোরোকুইনাইন ট্যাবলেট রপ্তানির বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রেরণ করা হয়েছে;

১৩। বাংলাদেশ হতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে খাদ্যশস্য, গোমাংস, ফলমূল ও শাকসবজী রপ্তানির বিষয়ে এবং কাতারে চাল, গম, এডিবল অয়েল, ব্রেড এবং চিনি রপ্তানির বিষয়ে কাতারের আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ হতে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতারে বর্ণিত পণ্যসমূহ রপ্তানি করা সম্ভবপর হবে;

১৪। দেশের ই-কমার্স কার্যক্রম সচল রাখার জন্য নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। জনগণের জীবন জীবিকা স্বাভাবিক রাখাসহ গৃহে অবস্থানকারি জনসাধারণের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

১৫। করোনা মহামারি মোকাবেলার জন্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত করার পাশাপাশি ডব্লিউটিওতে তা নোটিফাই করা হয়েছে;

১৬। খাদ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য ডব্লিউটিও'র এলডিসিভুক্ত দেশসমূহকে নিয়ে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছে;

১৭। ডিসপোজেবল ফেসমাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের রপ্তানি বন্ধকরণে জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারসহ মেডিক্যাল ও পার্সোনাল প্রোটেকশন ইক্যুইপমেন্ট রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

১৮। করোনা মহামারী প্রতিরোধসহ সর্বস্তরের জনগণের জীবন-জীবিকা নির্বাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য, কৃষি ও ফার্মাসিটিউক্যালস সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য ডব্লিউটিও'র এলডিসিভুক্ত দেশসমূহকে নিয়ে ডব্লিউটিওতে আবেদন করা হয়েছে;

১৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক জরুরী প্রয়োজনে রোস্টার ডিউটি মাফিক দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভার্চুয়াল সভা ও ই-নথির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;

২০। কোভিড-১৯ Delta Variant সংক্রমণ মোকাবেলা, বিস্তার রোধ ও প্রতিকারের জন্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সকলে সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া কক্ষসমূহ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার পাশাপাশি ওয়াশরুম, বেসিন ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। সকলকে নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া/হ্যান্ড স্যানিটাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে বর্তমানে অনলাইন প্লাটফর্মে সকল সভা/সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে;

২১। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি বাণিজ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অধীনস্থ সকল এসোসিয়েশনসমূহ, জেলা, উপজেলা চেম্বার/যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসমূহ, সমিতি, ফাউন্ডেশন, গ্রুপ ও ফোরামসমূহে কর্মরত সদস্য ও কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ডিসিসিআই, এমসিসিআই-সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল সংগঠনকে পত্র দেয়া হয়েছে;

২২। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নতুন উদ্যোক্তা, নারী ব্যবসায়ী ও SME খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাদের পণ্য যাতে সহজে বাজারে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

২৩। Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্প হতে ম্যাচিং অনুদান এর মাধ্যমে এসএমই কারখানাসমূহকে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানে উন্নতীকরণের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং এ উদ্দেশ্যে এসএমই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

২৪। এসএমই বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ই-কমার্স বিষয়ে নতুন উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ই-কমার্স বিষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ নতুন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তা সংশোধন করে ৭৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৫২টি ব্যাচে ৩৮০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ই-কমার্স খাতকে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে আনয়ন করার জন্য "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন

'ই-বাণিজ্য করবো নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

করা হয়েছে। এর ফলে দেশে ই-কমার্স খাতে বাণিজ্য প্রসারিত হবে, নতুন কর্মস্থানের সৃষ্টি হবে এবং দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাবে;

২৫। ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন: গত ২৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখে "রপ্তানিতে নারী উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য One Stop Service স্থাপনসহ ফান্ড প্রাপ্তি ও বিভিন্ন ফোরামে লিংক করে দেয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়;

২৬। সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় ৬০০০ জন নারীকে কাট-ফ্লাওয়ার, এগ্রো-প্রসেসিং, আইসিটি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পাইলটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পূর্বক স্বনির্ভর ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া নারীদের কর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ***ডায়াগোনস্টিকস এবং স্কোপিং-*** নারীদের জন্য সম্ভাবনাময় খাতসমূহের value chain বিশ্লেষণ, বিনিয়োগ পরিবেশে বিভিন্ন নীতি ও আইনের জটিলতা বিশ্লেষণ, নারী ব্যবসায়ীদের জন্য অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নসহ কর্ম পরিবেশে নারীদের উৎসাহিত করা;
- ***নেটওয়ার্কিং-*** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা ও একটি ডাটাবেস উন্নয়ন যাতে সহজেই একজন উদ্যোক্তা অন্য একজন উদ্যোক্তাকে শনাক্ত করতে পারেন;
- ***বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করা-*** ব্যবসার শুরুতেই নারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা যেমন: ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স পরিশোধ, ঋণ প্রাপ্তি, ক্রস বর্ডার ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন;
- ***নারী ব্যবসায়ীদের বৈশ্বিক*** **value chain** ***এ সংযুক্ত করা-*** নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করে বাল্ক অর্ডারগুলি প্রক্রিয়াজাত করা এবং তাদের সম্ভাব্য বৈশ্বিক value chain সংযুক্ত করার জন্য সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা;

২৭। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

২৮। সম্প্রতিক সময়ে কেভিড-১৯ ভাইরাস এর প্রার্দুভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হেক্সিসল, স্যাভলন ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে;

২৯। করোনা-১৯ এর প্রার্দুভাবকালীন সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার দ্রব্যাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে;

৩০। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্যানার স্টান্ড স্থাপন করা হয়েছে;

৩১। করোনা ভাইরাস হতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে অফিস কক্ষসমূহের সম্মুখে ট্রেসহ জীবাণু নাশক পা-পোশ ক্রয় ও স্থাপনসহ দপ্তরের প্রবেশদ্বারে জীবাণুনাশক ব্লিচিং মিশ্রিত ম্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে এবং থার্মাল স্ক্যানার ক্রয় ও ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে;

৩২। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে রোস্টার ডিউটি মাফিক মাস্ক পরিধান করে অফিস করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

৩৩। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে;

৩৪। গার্মেন্টস সহ রপ্তানিমুখী সকল শিল্প কলকারখানায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

৩৫। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জ্বর/সর্দি/কাশিসহ করোনার অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে করোনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; এবং

৩৬। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ।

এর পাশাপাশি করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে:

১। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত থিম ভিত্তিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পণ্যের বাজার অন্বেষণ ও ইমেজ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে;

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেনটিনাসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং সিআইএসভুক্ত

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম

বিভিন্ন দেশ ও সাউথ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশ হতে বাংলাদেশী সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে;

৩। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪। বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে সম্প্রসারণের জন্য সার্ভিস সেক্টরকে (ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কনসালটেশন সার্ভিস, কনস্ট্রাকশন, পর্যটন ইত্যাদি) রপ্তানির আওতায় আনা হয়েছে;

৫। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিতকরণ, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন, বিদ্যুৎ খাত ও দেশের অবকাঠামোর উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৬। দেশে সামুদ্রিক বন্দরসমূহকে আরো গতিশীল এবং নতুন নতুন সমুদ্র বন্দর স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৭। রপ্তানিকারকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাদেরকে নিয়ে সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন অব্যাহত রয়েছে এবং পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৮। আমেরিকার নিকট থেকে জিএসপি সুবিধাসহ অন্যান্য দেশের নিকট থেকে শুল্ক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন অব্যাহত রয়েছে;

৯। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এবং শুল্ক, অশুল্ক ও প্যারা-ট্যারিফ বাঁধা দূরীকরণে বাণিজ্য সচিব এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ পর্যায়ে নিয়মিত সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে;

১০। বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক ফোরামের নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ হয়েছে ও হচ্ছে;

১১। Asia-pacific Trade Agreement (APTA) এর আওতায় চতুর্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে APTA সদস্য দেশসমূহে প্রায় এগার হাজার পণ্যে হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানির সুবিধা পাচ্ছে;

১২। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক ও হালাল খাদ্য পণ্য রপ্তানির জন্য দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সাথে কার্যকর বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেসব দেশে অবস্থিত দূতাবাস ও বাণিজ্যিক উইংকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে; এবং

১৩। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের বর্তমান ভাবমূর্তি বিবেচনায় রপ্তানি বহুমুখীকরণের সুযোগ ও সম্ভাবনা আরো সংহত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত নিশ্চিত করতে পণ্য ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের অংশ হিসেবে আইসিটিসহ পাটজাত ও কৃষিজাত পণ্যের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

ক) ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে টিসিবি ভবনের ২য় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

করা হয়। অতঃপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন;

খ) **প্রথম জাতীয় চা দিবস উপযাপন:** 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, চা শিল্পের প্রসার' শ্লোগান নিয়ে ০৪ জুন, ২০২১ তারিখে 'জাতীয় চা দিবস' উদযাপন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে ৪ জুন ১৯৫৭ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, চা শিল্পে তাঁর অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখা এবং চা শিল্পের গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর জাতীয় চা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এবং জনাব ইমরান আহমদ এমপি মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও, বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ০৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জুম এ্যাপের মাধ্যমে "বাংলাদেশের চা শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চা বিদেশে ব্রান্ডিং এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গ) **বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি:** জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী ইতোপূর্বে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারককে "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হতো। মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারককে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হবে।

ঘ) ট্রেড টার্মিনোলজি/বাণিজ্যিক পরিভাষা প্রকাশনা

- ইনোভেশন সেন্টার এবং ফ্যাশন ডিজাইনার নিয়োগের মাধ্যমে High end Readymade Garments এ বিজিএমই এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ;
- ই-কমার্সে তরুণ উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সাথে MoU স্বাক্ষর;
- গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্সকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে Re-launching;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে প্রক্ষেপণ করে ২০২২ সালে অনুষ্ঠেয় ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন তুলে ধরা এবং মেলার প্রধান প্রবেশ গেইট ডিজাইন করা;
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার এর নামকরণ বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নামকরণের সিদ্ধান্ত;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিডা, ইআরডি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার সংযোজন করা হয়েছে; এবং

এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ব্যানার, ফোল্ডারে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" এর নকশা

খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথা: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি), বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি), আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইঅ্যান্ডই), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি), বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করত ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিম্নে দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হলো:

১. বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)

১.১ পটভূমি

Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁর সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই, ১৯৭৩ তারিখের রেজুল্যুশন নং-ADMN-IE-20/73/636-এর বলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসেবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, মান উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৯২ সনের ৪৩নং আইনের মাধ্যমে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory public authority) হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নিরিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ সংশোধন করে কমিশনের নাম 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয় সেই সাথে কমিশনের কার্যাবলিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান;
- রয়টার্স থেকে দৈনিকভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিজিএফআই, টিসিবি, এনএসআই ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ চাহিদা অনুসারে সরকারের অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- কোরবানির ঈদ, ২০২০ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বাজারে চামড়ার নির্ধারিত বাজারমূল্য, বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য ধার্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিশনের সুপারিশ প্রেরণ;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে শুল্ক ও করকাঠামো সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্য তেলের মূল্যের স্থিতিশীলকরণে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ;
- পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মশুর ডালসহ সকল প্রকার ডাল রপ্তানির অনুমতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান;
- ভোজ্য তেল (পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম) তেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- শিল্প আইআরসি'র পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারি/নবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিশোধিত সয়াবিন তেলের মিলগেট, পরিবেশক ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অপরিশোধিত সয়াবিন, পাম ও পামওয়েলের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট কেবল আমদানি পর্যায়ে প্রদান বিষয়ক মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ.এস হেডিং ৮৭.১১ এর বর্ণিত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) অপসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- নগদ সহায়তার আবেদনপত্রের সাথে বিল অব লেডিং-এর বিকল্প ফরোয়ার্ড কার্গো রিসিপ্ট (এফসিআর)/হাউস বিএল/ হাউস এয়ার ওয়েবিল গ্রহণ

সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

- এমএস পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- মিক্সড প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ আমদানি সংক্রান্ত মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের ন্যায় ব্যাংক গ্যারান্টির সমপরিমাণ অর্থের বিপরীতে আংশিক রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বন্ডেডওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- মুরগীর ডিমকে কৃষি পণ্য হিসেবে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ১০০% হালাল মাংস হতে প্রক্রিয়াজাত পণ্য সামগ্রীকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসেবে সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন;
- দেশে লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণসহ জাতীয় লবণ নীতি-২০২০ এর খসড়া'র উপর বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার বর্তমান মজুদ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মূল্য পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- আসন্ন ঈদুল আজহা-২০২১ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত কোরবানির কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য বাজার মূল্য সম্পর্কে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিষয়ে নীলফামারী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে ১টি সেমিনার আয়োজন;
- শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে একটি গণশুনানির আয়োজন;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রণয়নকৃত বাজেটে শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ;
- এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার আয়োজন;
- ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ডাম্পিং মূল্যে সূতা রপ্তানিতে সূতার ওপর এন্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত আবেদন বিষয়ে কাজ;
- প্রক্রিয়াগত কৃষিজাত/খাদ্যপণ্য রপ্তানি কার্যক্রমে সহায়ক Health Certification প্রক্রিয়া না থাকায় অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ বিষয়ক কাজ;
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ (Review) সংক্রান্ত কাজ;
- বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন সংক্রান্ত কাজ;
- এফটিএ টেমপ্লেট এবং পলিসি গাইডলাইন অন পিটিএ/এফটিএ ২০২০ প্রণয়নকল্পে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ভিয়েতনাম, জাপান, আসিয়ান এবং থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের সম্ভাব্য মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে চাহিত তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- পিটিএ টেমপ্লেট প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

০৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ নীলফামারী চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা ও শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার।

- Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IBPTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত Para-Tariff বিষয়ে মতামত প্রদান;
- Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IBPTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া হতে প্রাপ্ত Revised Request List-এর ওপর মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রেরণ;
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় নেপালের পণ্য তালিকার ওপর মতামত প্রদান;
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (Trade Agreement) ও সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র Template প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ;
- Trade Agreement Between Afghanistan and Bangladesh এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান;
- নেপাল হতে প্রেরিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য "Agreement on Operating Modalities for the Carriage of Transit / Trade Cargo Between Nepal and Bangladesh " ও "Agreement Between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic Between two countries" শীর্ষক চুক্তির খসড়ার ওপর মতামত প্রদান;
- ভারতের Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 এর ওপর মতামত প্রদান;
- মালদ্বীপের সাথে Bilateral PTA নেগোসিয়েশনের জন্য Template on PTA Between Bangladesh and Maldives প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) এর খসড়া text প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ-শ্রীলংকা পিটিএ তে সম্ভাব্য ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা, সম্ভাবনাময় পণ্য ও তার তালিকা প্রেরণ;
- D-8 সচিবালয় হতে ইমেইলে প্রাপ্ত খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document এর ওপর মতামত প্রদান;
- ১০ম D-8 সম্মেলনের জন্য Analytical Report on Trade প্রণয়ন;
- SAFTA Rules of Origin (RoO) এর আওতায় ভারতে ভোজ্য তেল রপ্তানিতে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে পর্যবেক্ষণ প্রণয়ন;
- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বাইসাইকেল রপ্তানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাঁধা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন দেশ (জাপান, ভারত, ইরান, শ্রীলংকা ও রাশিয়া)-এর সাথে "Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" সংক্রান্ত চুক্তির ওপর কমিশনের মতামত প্রেরণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সম্ভাব্য আলোচ্যসূচির ওপর ইনপুটস/মতামত প্রেরণ;
- ভিয়েতনামের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ;
- Multiparty Interim Appeal Arbitration (MPIA) সম্বন্ধে মতামত প্রেরণ;
- WTO-ICC Webinar Business Dialogue on COVID-19 Impact on Garments and Textile Trade বিষয়ে মতামত প্রেরণ;
- UNCTAD Report on the role of non-tariff measures by the UK in the Post-Brexit- এর ওপর মতামত প্রদান;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কাস্টমস শুল্ক সুবিধা প্রদান বিধিমালা ২০২১" শীর্ষক খসড়া বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি চূড়ান্তকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান;
- EIF Gi Policy Series প্রতিবেদন এর জন্য তথ্য প্রেরণ;
- গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জি সি সি), দক্ষিণ আফ্রিকা, মারকোজার, অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইনের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত পৃথক পৃথক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- WTO Trade Monitoring Report -এর জন্য ইনপুটস প্রেরণ;

- বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের মধ্যে Trade and Investment Dialogue সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের খসড়ার ওপর মতামত প্রেরণ;
- প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণাপত্রের ওপর মতামত প্রেরণ;

২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে IBAS++ বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ।

১.৩ করোনাকালের কার্যক্রম

(i) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

(ii) অফিসে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(iii) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে;

(iv) নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়;

(v) সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সভা-সেমিনার ও অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়;

(vi) প্রতিটি সভা সেমিনারে করোনা বিষয়ে সতর্কীকরণ ও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়;

(vii) যে কোন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়;

(viii) অফিসের প্রবেশদ্বারে No Mask, No Service লেখা সম্বলিত স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে;

(ix) অফিসের প্রবেশদ্বারে তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ও স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

(x) অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাগণকে তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে অফিসে প্রবেশ করানো হয়;

(xi) সংস্থার সকল যানবাহনে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হয়;

(xii) ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সভা সেমিনারের আয়োজন করা হয়;

(xiii) ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; এবং

(xiv) ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১.৪ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে টিসিবি ভবনের ২য় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাসহ-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন; এবং
- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে 'স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক কর্মশালা ০২ জুন, ২০২১ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। উক্ত কর্মশালায় কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে সভাপতি সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(২) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংবিধিবদ্ধ এ সংস্থাটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ এর আওতায় ২২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পদাধিকার বলে ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে। ঢাকার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় ব্যুরোর আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সিলেট, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে শাখা কার্যালয় রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ক্রমউন্নয়নশীল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, পণ্য যুগোপযোগীকরণ ও বহুমুখীকরণ এবং পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়ীকরণ, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বাণিজ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সহজীকৃত সেবা প্রদান করা ব্যুরোর অভিলক্ষ্য।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

(১) রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের অব্যাহত নীতি সহায়তার ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিকল্প রপ্তানি পণ্য প্রসারে উৎসাহ প্রদান, নগদ সহায়তা প্রদানসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাত মিলে মোট ৪৮.০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন ডলার (পণ্য খাতে ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৬.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৫১%। তবে পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ১৪.১২%।

(২) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ

রপ্তানি বাজার বহমুখীকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ একটি কার্যকরী বিপণন কৌশল। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Aggressive বাজারজাতকরণ নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নতমানের রপ্তানি পণ্য বিদেশি ক্রেতাদের নিকট প্রদর্শনের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে প্রতিবছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারি খাতকে marketing support প্রদান করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আয়োজক দেশ ও অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন- তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, টেক্সটাইল ফেব্রিকস, সিরামিকস

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ইপিবি'র জন্য নির্ধারিত স্টলে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের ডিজাইন।

সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেলামাইন সামগ্রী, তৈজসপত্র, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, জামদানী ও সিল্ক সামগ্রী, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য (চিংড়ি), অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী (বিস্কুট, চানাচুর, জুস, আচার), জাহাজ, বাই-সাইকেল, আইসিটি প্রোডাক্টস/সেবা, প্লাস্টিক দ্রব্যাদিসহ প্রায় সকল পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন তথা রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী চলমান অতিমারির কারণে ফিজিক্যাল মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যুরো বাজার বহুমুখীকরণ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বিশ্বের স্বনামধন্য বিজনেস প্রমোটর/মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভার্চুয়াল ফরমেটে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সোর্সিং মেলা/রিমোট প্ল্যান/হাইব্রিড ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৯টি ভার্চুয়াল ফরমেটে এবং ০১টি ফিজিক্যাল মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, স্থানীয়ভাবে ১২টি সেক্টরকে প্রক্ষেপণ করে Sourcing Bangladesh, Virtual Edition-2021 শীর্ষক সোর্সিং মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সোর্সিং মেলাটি ভার্চুয়াল ফরমেটে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে এক সপ্তাহব্যাপী চলবে। এ ছাড়া মেলার ওয়েবসাইট ছয় মাস পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

(৩) সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারক ব্যক্তিকে সিআইপি নির্বাচন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের প্রাথমিক সিআইপির তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন সিআইপি কার্ড প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

(৪) জাতীয় রপ্তানি ট্রফি

২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফির আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে প্রাথমিক তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য রপ্তানিকারকদের উৎসাহ প্রদান এবং তাদের পারফরমেন্সের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর ৩২টি খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হয়। এগুলো চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, বিবেচ্য বছরগুলোতে সকল খাতের মধ্যে সেরা (সর্বোচ্চ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হবে।

(৫) ভর্তুকি/নগদ সহায়তা

কাঁচামাল আমদানি-নির্ভরতা, প্রযুক্তিগত দূর্বলতা, স্বল্প উৎপাদনশীলতা, দক্ষতার অভাব ইত্যাদিসহ নানাবিধ কারণে দেশের অধিকাংশ রপ্তানি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না। এ সকল সমস্যাদি কাটিয়ে উঠে আন্তর্জাতিক বাজারে ঐ সকল পণ্যের প্রবেশ ও টিকে থাকার সক্ষমতার জন্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়াও, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ১১টি পণ্যের নগদ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সুপারিশ/সনদপত্র প্রদান করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে ১১টি পণ্য রপ্তানির বিপরীতে মোট ৩৬৬৭টি নগদ সহায়তার সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকার ৩৬টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করেছে।

(৬) পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি বিস্তারে পণ্য উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের উপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় রপ্তানিতে অবদান রাখতে সক্ষম এমন সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পণ্যগুলো হচ্ছে ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাট পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, শুকনো খাবার, বাই সাইকেল, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মন্ড ইত্যাদি। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাদির সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজন

রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত ১৪টি পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিশ্বের মোট ২০১টি দেশে ৭৩০টি পণ্য রপ্তানি হয় এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১টি পণ্য রপ্তানি তালিকায় নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়াও, এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক উইং এর কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে এবং সম্ভাবনাময় পণ্য চিহ্নিত করে তা রপ্তানির জন্য কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

(৮) বাজার বহুমুখীকরণ

রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়।

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে ইপিবি ও বিইউএফটি এর মধ্যে ২৯ জুন ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চীন বাংলাদেশী ৯৭% পণ্যের (৮২৫৬টি পণ্য) জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে চীনে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও, ভুটানের সাথে পিটিএ স্বাক্ষর হওয়ার ফলে সে দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

(৯) রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের উপর সার্ভে/সমীক্ষা

বাংলাদেশের ১৪টি প্রতিষ্ঠান দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে ভূমিকা রেখে আসছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে দেশের পণ্য রপ্তানি আয় ৩৪৮ মিলিয়ন ডলার এর স্থলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৮৭৫৮.৩১ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং বর্তমানে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা সাড়ে সাতশত। দেশের সার্বিক রপ্তানি বাণিজ্যের পরিধি ও আয় বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানি সহায়ক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন উঠে। এসব সংস্থার সেবার মানোন্নয়ন এবং দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি তা সমাধানের উপায় বের করার মানসে ব্যুরো কর্তৃক একটি সমীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান অবস্থা, সম্ভাবনা, সমস্যাদি ও সমাধানকল্পে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদে সার্ভে/সমীক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে উক্ত সার্ভে সংক্রান্ত Inception Report পাওয়া গেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কার্যাবালী সম্পাদিত হবে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে দেশের রপ্তানি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ তুলে ধরা সম্ভব হবে।

(১০) প্রশিক্ষণ/শিক্ষামূলক কার্যক্রম

রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, গবেষকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিতকরণ এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মিড লেভেল ম্যানেজার/কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে ব্যুরো গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখ বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) এর সাথে ইপিবি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির আওতায় ১০৫ জন কর্মকর্তাকে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(১১) ব্যুরোর কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য উন্নত দেশ কর্তৃক প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের অনুকূলে পণ্যের অরিজিন সংক্রান্ত সার্টিফিকেশনসহ এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ১ আগস্ট ২০১৪ হতে সম্পূর্ণভাবে অটোমেশনের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে। রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া VPN (Virtual Private Network) এর মাধ্যমে Data আদান-প্রদান এবং EXP সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যুরোর একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। ব্যুরোর বিবিধ ফি/চার্জ অনলাইন আদায়ের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথেও একই তারিখ ব্যুরোর একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

(১২) নিবন্ধন ও শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত সনদ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে টেক্সটাইল ও নন-টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়মিত বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর MoU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যুরো হতে ৬৭২টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মোট ২৫৬৩টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নবায়ন করা হয়েছে। ব্যুরোতে এ পর্যন্ত মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের (টেক্সটাইল ও নন-টেক্সটাইল) সংখ্যা ৯,০০৯টি।

স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) এর আওতায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি পণ্যের বিপরীতে শুল্কমুক্ত/হ্রাসকৃত শুল্ক সুবিধা প্রদান করে আসছে। অদ্যাবধি বিশ্বের ৩৭টি দেশ ১১টি জিএসপি স্কীমের আওতায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশর অনুকূলে এ সুবিধা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ উক্ত ৩৭টি দেশের ১১টি জিএসপি স্কীমের শুরু থেকেই বেনিফিসিয়ারি দেশ হিসেবে এ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে আসছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যুরো হতে তৈরি পোশাক রপ্তানির বিপরীতে ইইউভুক্ত দেশ, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইউক্রেন, রাশিয়া, বেলারুশ, আইসল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় মোট ৬৪,১০০টি জিএসপি সার্টিফিকেট এবং রিপাবলিক অব কোরিয়া, চীন, চিলি ও আপটাভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩২,৫৭২টি সার্টিফিকেট অব অরিজিন, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৭,৪১৮টি সাফটা এবং মেক্সিকোর অনুকূলে ১৪৪টি এ্যানেক্স-III সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। একইভাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিএসপি স্কীমের আওতায় ব্যুরো হতে নন-টেক্সটাইল পণ্যের বিপরীতে ৫,১৯৩টি জিএসপি সার্টিফিকেট, ৩২৪টি সাপটা, ১৬,৬৪৭টি সাফটা, ২১৩টি আপটা, ১০৪৪টি কোরিয়ান সিও, ৩৯২২টি চায়না সিও, ১৩টি এ্যানেক্স-III, ৩৪টি থাইল্যান্ড এবং ১৬৮টি চিলি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

ইইউভুক্ত দেশ, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও তুরস্কে জিএসপি স্কীমের অওতায় শুল্কমুক্ত রপ্তানির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ REX (Registered Exporter system-এ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকৃত পণ্যের জন্য নিজেই কান্ট্রি অব অরিজিন অর্থাৎ Statement on Origin জারি করতে সক্ষম। এ জন্য প্রতিটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে সরকারের কম্পিটেন্ট অথরিটি হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে REX system-এ নিবন্ধিত হতে হয়। বিগত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো REX system-এ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৬৪৩টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের (টেক্সটাইল ও নন- টেক্সটাইল) নিবন্ধন সম্পন্ন হয় এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৯৮৭টি প্রতিষ্ঠান REX system-এ নিবন্ধিত হয়েছে।

(১৩) প্রকাশনা মুদ্রণ ও বিতরণ

দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন প্রকাশনা মুদ্রণ করে থাকে। মুদ্রিত প্রকাশনাসমূহ বাংলাদেশ মিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ট্রেড এসোসিয়েশন, শিল্প ও বণিক সমিতি, সেক্টর কর্পোরেশন ও নেতৃস্থানীয় রপ্তানিকারকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যুরো রপ্তানি পরিসংখ্যান, পকেট রপ্তানি পরিসংখ্যান এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও, এ বছরে ৮০০০ কপি নিবন্ধন সনদ (টেক্সটাইল ও নন-টেক্সটাইল), ১,০০,০০০ সেট সাফটা সিও ফরম, ২০,০০০ সেট চিলি সিও ফরম, ৫০,০০০ সেট কোরিয়া সিও ফরম ইত্যাদি মুদ্রণ করে। তাছাড়াও, নতুন আঙ্গিকে পণ্য/খাতভিত্তিক পোস্টার, ব্রশিউর মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৪) নিজস্ব অর্থায়নে রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ

রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার ই ব্লকের ই-৫/বি নং ০১ (এক) একরের প্লটটি গত ১৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বরাদ্দ গ্রহণ করে। প্লটটিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বস্তিবাসীর পক্ষে ২০১০ সালে রিট পিটিশন দায়ের করায় ২০১৮ সালের পূর্বে প্লটটিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ রিটটি খারিজ হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ প্লটটির রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করা হয়। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ প্লটটির অবৈধ স্থাপনা/বস্তি উচ্ছেদপূর্বক দখল করা হয়। প্লটটির নিরাপত্তার জন্য প্রাচীর নির্মাণ এবং অঙ্গীভূত আনসার নিয়োগ করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে অর্থবিভাগ হতে ছাড়পত্র/ লিকুইডিটি সার্টিফিকেট সংগ্রহের নিমিত্ত ১১ মে ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২৩৭৩৯.০২ লক্ষ টাকার ছাড়পত্র/লিকুইডিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য "রপ্তানি উন্নয়ন ভবন" নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের ছাড়পত্রে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে DPP চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রস্তাবিত রপ্তানি উন্নয়ন ভবন

(১৫) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের জন্য পূর্বাচলে ২০১৫ সালে ২০ একর এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে আরও ৬.১০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। এ হিসেবে প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ ২৬.১০ একর। অন্যদিকে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ ৩৫ একর। প্রকল্পের জন্য অবশিষ্ট জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন আছে। চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান "চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন" কর্তৃক প্রকল্পের ২০ একর জমিতে অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ গত ৩০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং তা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে চীন কর্তৃক গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ তথা ইপিবির নিকট হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূতসহ পদস্থ কর্মকর্তা, প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সেন্টারে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ অন্যান্য মেলা আয়োজন করা হবে।

(১৬) করোনাকালে কার্যক্রম

(i) করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) হতে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য-বিধি এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণপূর্বক নিয়মিত/সীমিত আকারে ব্যুরোর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, দেশের রপ্তানি বাণিজ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিবেচনায় টেক্সটাইল ও নন-টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত সনদ (জিএসপি, সাপটা, সাফটা, আপটা, চায়না সিও ও অন্যান্য সার্টিফিকেট অব অরিজিন) এবং REX registration সংক্রান্ত সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে রপ্তানিকারকদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়;

(ii) কোভিড-১৯ রোগ মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে কর্মকর্তা কর্মচারীর সমন্বয়ে ২টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্মকর্তা কর্মচারীগণের স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে তদারকিকরণ এবং দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করে;

(iii) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের তথ্য নিয়মিত/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ই-ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাদি

সম্পাদন জোরদার করা, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি ই-প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও, কোভিড-১৯ রোগ মোকাবেলায় ব্যুরো কর্তৃক নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যেমন- কর্মপরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সচেতনতামূলক পোস্টার, ব্যানার প্রর্দশন এবং সভা/সেমিনার আয়োজন করা, "নো মাস্ক নো সার্ভিস" কার্যকর করা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি;

(iv) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বিস্তার রোধে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ও ব্যুরো হতে সেবা গ্রহণকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত পোস্টারিং, ব্যানার প্রর্দশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অবহিতকরণমূলক একাধিক সভার আয়োজন করা হয়েছে;

(v) থার্মাল চেক করে অফিসে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;

(vi) পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, অফিস রুমসহ কমন স্পেস জীবানুনাশক স্প্রে-করণ, বাথ রুমে লিকুইড ও সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(vii) ই-ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদন জোরদার করা হয়েছে;

(viii) সভা, সেমিনার, মেলা, ই প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে;

(ix) ব্যুরোর মেডিকেল অফিসার দ্বারা প্রাথমিক সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে; এবং

(x) ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https:// www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(১৭) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম.	কর্মসূচি	অগ্রগতি
১	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণে ইপিবির করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে ০২টি সেমিনার আয়োজন।	সুবিধাজনক তারিখে আয়োজন করা হবে
২	বিদেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/আয়োজিতব্য একক দেশীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ইপিবি'র স্টল/প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে যথাযোগ্যভাবে তুলে ধরা।	প্রতিপালিত হচ্ছে
৩	নতুন আঙ্গিকে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের লিফলেট/ব্রোশিওর/পোস্টার মুদ্রণ ও প্রচার।	ডিজাইন সম্পাদিত হয়েছে। মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও যথাযোগ্যভাবে সজ্জিতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
৫	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে প্রক্ষেপণ করে ২০২২ সালে অনুষ্ঠেয় ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন তুলে ধরা এবং মেলার প্রধান প্রবেশ গেইট ডিজাইন করা।	২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২২ এ বিষয়টি প্রতিপালন করা হবে।
৬	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারকের ট্রফিটি "বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি" হিসেবে প্রদান।	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে এ বিষয়টি প্রতিপালন করা হবে।
৭	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার সংযোজন।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে

৩) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

(১) পটভূমি

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তার পথিকৃৎ টিসিবি। টিসিবি প্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পরবর্তীতে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে টিসিবি'র কার্যক্রম সংকুচিত হয়। তবে বর্তমান সরকার টিসিবি'র জনবল এবং গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে টিসিবিকে শক্তিশালী করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছর ব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নাগরিকের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবন-মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(২) টিসিবি'র প্রয়োজনীয়তা

(i) মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার অবকাশ না থাকায় সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ (Market Intervention) সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা;

(ii) অযৌক্তিকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি বা মূল্য বৃদ্ধির তৎপরতা প্রতিহত করা; এবং

(iii) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির দাম স্থিতিশীল রেখে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা।

(ক) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

(i) ***রমজানের মধ্যে বিক্রয় কার্যক্রম:*** টিসিবি কর্তৃক প্রতি বছর রমজানে ভোক্তাসাধারণের নিকট ছোলা ও খেজুরসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করা হয়। তবে গত রমজানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে কয়েক গুণ বেশি পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। ফলে গত রমজানে দেশের অধিকাংশ উপজেলাসহ সকল জেলায় টিসিবির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি (ডাল, তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর এবং পেঁয়াজ) ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করতে সক্ষম হয়;

(ii) ***কোভিড-১৯ এর সময় বিক্রয় কার্যক্রম:*** সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রার কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরী সেবা সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জরুরী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত দেশব্যাপী পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্পমূল্যে আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে যা দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;

রমজানে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম।

করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে টিসিবি'র পণ্য বিক্রি কার্যক্রম

(iii) ***পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম:*** গত বছর ভারত হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। গত বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুরুতেই পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাব্য সময় সেপ্টেম্বর'২০২০ থেকে পেঁয়াজ বিক্রির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ এর শুরু থেকে বিক্রি কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে টিসিবি কর্তৃক ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ৭৩,০০০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয় করা হয় এবং মোট ৬৫,৮১৯.৯১৯ মেট্রিক টন ভোক্তাসাধারণের নিকট ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। ফলে সারা দেশে পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে;

(iv) ***বন্যার্ত ও বন্যা পরবর্তী বিক্রয় কার্যক্রম:*** ২০২০ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে দেশের কিছু জেলায় বন্যা দেখা দেয়। বন্যার্ত মানুষের ভোগ্যপণ্য চাহিদা পূরণকল্পে দেশব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতেও দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোগ্যপণ্য পেতে পারে তার জন্য বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে;

(v) ***আলুর মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিক্রয় কার্যক্রম:*** সাম্প্রতিককালে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে আলু বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ২১ অক্টোবর ২০২০ হতে টিসিবি কর্তৃক নিজস্ব ডিলারের মাধ্যমে ২৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রয় করা হয়;

(vi) ***আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:*** টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২০ সালে মোট ৪টি ক্যাম্প অফিস (কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়া) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয় সমূহ হতে বর্তমানে বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে করে অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রির সুবিধা ভোগ করছে;

(vii) ***টিসিবি'র গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি: ২০০৮-০৯*** অর্থ বছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ মেট্রিক টন। বর্তমানে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণ ক্ষমতা (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ২৮,৯৫৯ মেট্রিক টন যার মধ্যে চট্টগ্রামে ৪০,০০০ বর্গফুটের ৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে দেশব্যাপী (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত ১,৬০,৬৮১.৪৩৪ মেট্রিক টন পণ্য (চিনি, সয়াবিন তেল, মশুর ডাল, পেঁয়াজ, আলু, ছোলা এবং খেজুর) প্রায় ৬২,৯৪০ ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। উল্লিখিত সময়ে বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা ট্রাকপ্রতি ৪০০ পরিবার হিসেবে প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৬ হাজার পরিবার বা ১০ কোটি ৭ লক্ষ ৪ হাজার জন (পরিবার প্রতি ৪ জন হিসেবে)।

(৩) করোনাকালে কার্যক্রম

(i) করোনাকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা;

(ii) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

(iii) অফিসে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(iv) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে;

(v) নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়;

(vi) সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সভা-সেমিনার ও অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়;

(vii) প্রতিটি সভা সেমিনারে করোনা বিষয়ে সতর্কীকরণ ও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়;

(viii) যে কোন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়;

(ix) অফিসের প্রবেশদ্বারে No Mask, No Service লেখা সম্বলিত স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে;

(x) অফিসের প্রবেশদ্বারে তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ও স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

(xi) অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাগণকে তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে অফিসে প্রবেশ করানো হয়;

(xii) স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তাকরণ করা হচ্ছে;

(xiii) সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে;

(xiv) ডিলার এবং ক্রেতা সাধারণকে মাস্ক পরিধানে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করা হয়;

(xv) সংস্থার সকল যানবাহনে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হয়;

(xvi) ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সভা সেমিনারের আয়োজন করা হয়;

(xvii) ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; এবং

(xviii) ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https:// www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৪) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

(i) ***আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:*** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ২০২০ সালে মোট ৪টি ক্যাম্প অফিস (কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়া) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয়সমূহ হতে বর্তমানে বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে করে অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি'র পণ্যাদি ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করছে;

(ii) ***জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত:*** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টিসিবি'র নিজস্ব মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী, খুলনা কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ ও বগুড়া এর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ কর্তৃক ট্রাকসেল কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে

(iii) *টিসিবি'র গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি:* মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টিসিবির গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে;

(iv) *ডিলার ডাটাবেজ তৈরি:* জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত টিসিবিকে ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসেবে কার্যালয় ভিত্তিক ডিলার ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এতে করে যে কোন সময় অতি দ্রুত ডিলারগণের তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে;

(v) *মনিটরিং:* জাতির পিতার স্বপ্ন দুর্নীতি মুক্ত 'সোনার বাংলা' গঠনে স্বচ্ছতা আনয়নের অংশ হিসেবে বিক্রয় কার্যক্রমে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ট্রাক-সেল মনিটরিং করা হচ্ছে। ফলে বিক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এক দিকে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রারিদ্র বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;

(vi) *ডিলার বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণ:* ডিলার বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণে মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ডিলারগণ ঘরে বসেই পণ্য বরাদ্দের টাকা অনলাইনে জমা দিতে পারবে। এতে ডিলারদের টাকা জমা প্রদান আরো সহজতর হবে। ভোক্তা সাধারণের নিকট অতি দ্রুত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারবে;

(vii) *মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা:* টিসিবি'র পণ্য ক্রয়, বিক্রয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসেবে টিসিবি'র সমন্বিত মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এতে করে অতি দ্রুত সময়ে পণ্য মজুদ ও বিক্রয়ের হিসাব জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে; এবং

(viii) *বছর ব্যাপী বিশেষ বরাদ্দ:* জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক বছর ব্যাপী বিশেষ বরাদ্দের আওতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে।

(৪) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)

"ভেজাল দেওয়া এটাও এক ধরণের দুর্নীতি, ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, এটা অব্যাহত থাকবে"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত বাজার তদারকি, সচেতনতামূলক ও মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এতে জনগণের নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের জনকল্যাণমুখী ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছে।

(১) প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা-অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতেই জনগুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী এ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ভোক্তাগণ তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এ আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকারও পাচ্ছেন। এ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এ আইনটি একটি মাইলফলক।

(২) অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থবছর ভিত্তিক বাজার তদারকি/বাজার অভিযানের তথ্যাবলী

ক্রমিক	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার টাকার পরিমাণ	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রাপ্ত অভিযোগকারীর সংখ্যা	সরকারী কোষাগারে জমাকৃত টাকার পরিমাণ
১	২০০৯-২০১০	৭	৫৪	১৬,৫,৫০০/-	-	-	১৬,৫,৫০০/-
২	২০১০-২০১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০/-
৩	২০১১-২০১২	৩৭১	২৬৬৩	২,৭১,৬৪,৩০০/-	৫২,৫০০/-	৮	২,৭১,১১,৮০০/-
৪	২০১২-২০১৩	৫৪০	২৯২৪	২,১৩,৬৯,৫০০/-	১,০৮,৭৫০/-	২৯	২,১২,৬০,৭৫০/-
৫	২০১৩-২০১৪	৭২১	২৮৬১	১,৭৭,৩১,১০০/-	৫১,৫০০/-	১৭	১,৭৬,৭৯,৬০০/-
৬	২০১৪-২০১৫	৮৪১	৩১৩১	২,০৩,৪০,৩৫০/-	১,৮৮,৫০০/-	১০৭	২,০১,৫১,৮৫০/-
৭	২০১৫-২০১৬	১৩৯৪	৫০৫৯	৩,২৩,৮২,০৫০/-	২,৯৩,৮৭৫/-	১৯২	৩,২০,৮৮,১৭৫/-
৮	২০১৬-২০১৭	৩৪৩৭	১০৭২৯	৬,৮৭,০৯,৩০০/-	১৫,৫১,৬৭৭/-	১,৪২০	৬,৭১,৫৭,৬২৩/-
৯	২০১৭-২০১৮	৪০৭৭	১৩৬৫২	১৪,১৪,৭৮,২০০/-	৩৯,৪০,৫০০/-	১,৯১০	১৩,৭৫,৩৭,৭০০/-
১০	২০১৮-২০১৯	৭৩৪৩	২০৭০৩	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-	২৪,৩৮,৮২৫/-	১,৪৩৬	১৫,৪৭,৯৯,০২৫/-
১১	২০১৯-২০২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,০৫,৩৩,৮০০/-	২১,২৬,৭২৫/-	১,০৫৫	১১,৬৭,৫০,৯৭৫/-
১২	২০২০-২০২১	১১৯৫৩	২৩৬৮১	১৩,৮৩,০৮,৩০০/-	১১,৬৮,২৭৫/-	৬৭১	১৩,৭১,৪০,০২৫/-
সর্বমোট:		*৪৩,২০৯*	*১,১০,২৮২*	*৭৬,০৯,৯৪,৯৫০/-*	*১,১৯,২১,১২৭/-*	*৬,৮৪৫/-*	*৭৪,৮৮,০৪,৩২৩/-*

৩: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে

বাজার অভিযান/তদারকি: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনাকালে মোট ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০/- (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ আট হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

অভিযোগ শুনানি: ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৪,৯১০ (চৌদ্দ হাজার নয়শত দশ)টি অভিযোগের মধ্যে ১৩,৪৮৮ (তেরো হাজার চারশত আটাশি)টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রদান: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৭৬ এর ৪ ধারা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬৭১ জন অভিযোগকারীকে আদায়কৃত জরিমানার ২৫% হিসেবে ১১,৬৮,২৭৫/- (এগারো লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে।

ইটভাটায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান

ই-নোটাফকেশনঃ অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাঁদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন; সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় 'ই-নোটিফিকেশন' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

হটলাইন সেবা (১৬১২১): ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এটুআই এর একসেবা (৩৩৩)র সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

টিসিবি'র ট্রাক সেল কার্যক্রম মনিটরিংঃ ভোক্তাগণ যেন টিসিবির পণ্য সঠিক মূল্যে ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে টিসিবির ট্রাক সেল তদারকি করা হয়।

সেমিনার আয়োজনঃ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা ও ৪৩২টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৯৬টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতনতামূলক সভা আয়োজনঃ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১১৬৮টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপনঃ ১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৯৬টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনঃ পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতরে সরকারি দপ্তর হিসেবে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে। বিশেষ সেবা সপ্তাহে অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে:

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী শুক্র ও শনিবারসহ সাতদিন বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে;
- ভোক্তাগণ যেন টিসিবি'র পণ্য সঠিক মূল্যে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে টিসিবি'র ট্রাক সেল তদারকি করা হয়; • বিশেষ সেবা সপ্তাহে 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও সচেতন করা হয়েছে;
- বিশেষ সেবা সপ্তাহে মাইকিং এর ব্যবস্থা করে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- বিশেষ সেবা সপ্তাহে ঢাকা মহানগরীতে এক দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান সু-সজ্জিত একটি ট্রাকে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রচারণামূলক কার্যক্রমঃ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩ লক্ষ প্যাম্ফলেট, ৪ লক্ষ লিফলেট এবং ৫০ হাজার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রণকৃত প্যাম্ফলেট, লিফলেট এবং ক্যালেন্ডার ভোক্তা-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) জাতীয় সম্পদ চামড়া সংরক্ষণ কার্যক্রমে অবদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং পরিবহণসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ দেশব্যাপী উক্ত কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এতে করে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার হ্রাস পাওয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী ব্যবসায়ীরা কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়ৎদারদের নিকট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

(৫) করোনাকালে কার্যক্রম

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ২৫ নম্বর (নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন) নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে সমগ্র দেশে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

i. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিবিড় বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা;

ii. মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ও স্যানিটাইজার এর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিকমূল্যে বিক্রয় না করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফার্মেসীসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি;

iii. করোনার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি এবং একইসঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে ভোক্তা-সাধারণের মধ্যে সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে আহবান জানানো;

iv. টিসিবি'র ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় (ট্রাক সেল) কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করা-যাতে ভোক্তাগণ নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে পারে;

v. বাজার তদারকি চলাকালে হ্যান্ডমাইকে চাল, ডাল, রসুন, আদা, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য প্রদর্শন এবং প্রদর্শনকৃত তালিকার চেয়ে অধিকমূল্যে পণ্য বিক্রি না করা এবং করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে অতি মুনাফা করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ীগণকে সচেতন করা;

vi. ভোক্তাগণকে অতিরিক্ত পণ্য কিনে মজুদ না করার বিষয়ে আহবান জানানো;

vii. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক বৃহৎ পাইকারী আড়ৎ এর মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন এবং

viii. জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মাস্ক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বাজার অভিযান পরিচালনাকালে ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণ।

ix. কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পত্রসমূহ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে মেনে চলার জন্য পত্র জারী করা হয়েছে;

x. অফিসের প্রবেশ দ্বারে "No Mask, No Service" লেখা সম্বলিত স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে;

xi. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের দৈনিক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কার্যালয়সমূহ জীবানুনাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করা অব্যাহত রয়েছে;

xii. অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আগত সেবা গ্রহীতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করেছেন এবং ধারা অব্যাহত আছে;

xiii. অফিসে কাজ করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং তাঁদের হাত ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে পরিস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে;

xiv. কার্যালয়ের প্রবেশ পথে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাগণের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে এবং হাত স্যানিটাইজ করে অফিসে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং ধারা অব্যাহত আছে;

xv. কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অসুস্থ পাওয়া (বিশেষ করে জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত) গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে আইসোলেশন/কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;

xvi. দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে;

xvii. কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে করোনা প্রতিরোধে সরকার বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য নিয়মিত মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে; এবং

xviii. ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) মুজিববর্ষ ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- ✓ ***শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ বর্ণাঢ্য এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়েছে;
- ✓ ***কেক কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন:*** মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে কেক কেটে জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে;
- ✓ ***আলোচনা সভা আয়োজন:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ যথাযথভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষ' উদযাপন করা হয়েছে;
- ✓ ***দোয়া মাহফিল:*** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে;
- ✓ ***হটলাইন উদ্বোধন:*** মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে 'ভোক্তা-বাতায়ন' শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) চালু করা হয়েছে;
- ✓ ***ই-নোটিফিকেশন:*** অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাঁদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে উৎসর্গ করে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় 'ই-নোটিফিকেশন' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে;
- ✓ ***প্রেস ব্রিফিং:*** মুজিববর্ষ ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ✓ ***স্মরণিকা প্রকাশ:*** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০ সালে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- ✓ ***ই-প্রণোদনা হিসেবে ২৫% প্রদান:*** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ২৫% প্রণোদনা দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হয়েছে;
- ✓ ***বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন:*** মুজিববর্ষকে উৎসর্গ করে ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে;
- ✓ ***ডকুমেন্টরি তৈরি:*** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-অভিযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং এর ওপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঐতিহ্য, অর্জন, কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি ডকুমেন্টরি তৈরি করা হয়েছে;
- ✓ ***ক্রোড়পত্র প্রকাশ:*** মুজিববর্ষ উদযাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান

- ***ক্রোড়পত্র প্রকাশ:*** মুজিববর্ষ উদযাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে;
- SMS ***এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ:*** মুজিববর্ষ উদযাপন এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত খুদে বার্তা মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ***সেমিনার:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শ ও 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ২০২০ ও ২০২১ সালে ৪৯৬টি করে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- ***সচেতনতামূলক সভা আয়োজন:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ২০২০ সালে ১০০৩টি এবং ২০২১ সালে ১১৬৮টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে;
- ***শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ:*** মুজিববর্ষ ও বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণকে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত শুভেচ্ছা স্মারক (কোট পিন ও মগ) বিতরণ করা হয়েছে।
- ***লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ:*** অধিদপ্তরের সকল অংশীজনের মাঝে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত ও ভোক্তা-অধিকার আইন সম্পর্কিত লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে;
- ***ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজন বৈঠক:*** মুজিববর্ষ উদযাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজন বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে;
- ***ট্রাক শো:*** মুজিববর্ষ ও বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমান সুসজ্জিত ট্রাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক এবং ভোক্তা-অধিকার বিষয়ক রেকর্ডকৃত জাগরণীমূলক জারিগান ও থিম সং প্রচার করা হয়েছে;
- ***স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার:*** প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ফোল্ডার ও ব্যানারে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ মুজিববর্ষ লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে;
- ***মাস্ক বিতরণ:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও সচেতন করা হয়েছে;
- ***ব্যানার ও ফেস্টুন:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে; এবং
- ***বিশেষ সেবা-সপ্তাহ পালন:*** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতরে সরকারি দপ্তর হিসেবে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে।

পেট্রোল পাম্পে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান

(৫) বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)

(১) পটভূমি

বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন, ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট, ১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন, ২০১৬ জারী করে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড সহ মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত।

(২) বঙ্গবন্ধু, চা বোর্ড ও বাংলাদেশের চা শিল্প

চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ০.৩৭১২ একর ভূমির উপর চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়। তাঁর সময়ে (১৯৫৭-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত টি রিসার্চ স্টেশনে ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি "টি অ্যাক্ট-১৯৫০" সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেছিলেন যা এখনও চালু রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করে যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত ৩৯টি চা বাগান পুনর্বাসন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ৮টি পরিত্যক্ত বাগান ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাগান মালিকদের নিকট পুনরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। উক্ত সার সরবরাহ কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ টি রিসার্চ স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন। বর্তমানে তা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করেন; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন।

(৩) চা নিলাম

- ১৯৪৯ সাল থেকে চট্টগ্রামে চা নিলাম শুরু হয়। ১৪ মে, ২০১৮ তারিখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ নিলামবর্ষে ৬২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে ২০টি ও চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে ৪২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০২০-২১ নিলামবর্ষে মোট ৮২.৫৮ মিলিয়ন কেজি চা গড়ে ১৮৯.০৭ টাকা দরে নিলামে বিক্রয় হয়।

(৪) উন্নয়নের পথ নকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প

১১টি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে চা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে "উন্নয়নের পথ নকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" প্রণয়ন এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়। ১১টি কর্মসূচি নিম্নরূপ:

i. প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোর ও ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৭২ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন;

ii. নতুন ১০ হাজার হেক্টর (২৪,৭০০ একর) জমি চা আবাদের আওতায় আনা এবং পূর্বের ১০ হাজার হেক্টরে বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ উত্তোলনপূর্বক পুনঃরোপন;

iii. হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১২৭০ কেজি থেকে ১৫০০ কেজিতে (একর প্রতি ৫১৪ কেজি থেকে ৬০৭ কেজিতে) উন্নীতকরণ;

iv. চা চাষে জমির গড় ব্যবহার ৫১.৪২% হতে ৫৫% এ উন্নীতকরণ;

v. অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৮৩৮টি চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

vi. চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান, ১৫ হাজার শৌচাগার, ৪০টি গভীর নলকূপ, ৪,৫০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ৩০০টি পাতকুয়া তৈরিকরণ;

vii. চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০০টি মাদারস ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

viii. চা এলাকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য ৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

ix. চা বাগান এলাকায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০টি কালভার্ট ও ৪টি সেতু নির্মাণ;

x. প্রায় ৪৮৪.২০ লক্ষ শ্রম দিবস পরিমাণ অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; এবং

xi. অন্তত ৫০ বছর সময়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৫) চা শিল্পে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০২০ সালে ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.২৪ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৫.৭৪% কম;
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)-এ একটি আধুনিক গ্রীন টি ফ্যাক্টরি গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে চালু করা হয়;
- বান্দরবানে ক্ষুদ্র চা চাষীদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে বিগত ০১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুয়ালকে একটি আধুনিক চা কারখানা চালু করা হয়;
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালুকরণ। বিগত ১৪ মে, ২০১৮ খ্রি. তারিখে শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রের প্রথম চা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চা বোর্ডের ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত নিজস্ব জায়গায় ২৫তলা বিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু চা ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের নামফলক উন্মোচন করা হয়;
- জনগণের দোরগোড়ায় সহজে চা লাইসেন্স সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গ্রাহকদের জন্য বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে 'অনলাইন চা লাইসেন্সিং সিস্টেম' চালুকরণ;

(৬) বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে:

ক) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)

খ) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)।

ক) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই): বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটিআরআই এর মূল লক্ষ্য:

* বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চায়ের উচ্চ ফলনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করা;

* চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান; এবং বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট ১২টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগনিত। এ ইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুণগতমান সম্পন্ন ২৩টি ক্লোন ও ৫টি বীজজাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

খ) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ): ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি হতে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটকে বাংলাদেশ চা বোর্ডের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) দেশের সকল চা বাগান নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে চা সম্প্রসারণ ও পুনঃআবাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

(৭) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করেছে:

- ৪ জুন 'জাতীয় চা দিবস' উদযাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে চা শিল্পের উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় মুজিববর্ষে ০৪ জুনকে 'জাতীয় চা দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এর উদ্যোগে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, চা শিল্পের প্রসার' স্লোগান নিয়ে গত ০৪ জুন ২০২১ তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশের সকল চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে উদযাপিত হয়েছে ১ম জাতীয় চা দিবস-২০২১।

০৪ জুন, ২০২১ তারিখে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি চা দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

- গত ২৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দেশের চা বাগানের শ্রমিক ও শ্রমিক পোষ্যদের বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। এবছর শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৬৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কল্যাণ অনুদান, ১২৮ জন শ্রমিকের কন্যা বিবাহের জন্য অনুদান এবং বিশেষ কল্যাণ অনুদানের আওতায় ৩৯ জনকে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩০টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.তারিখ ২৮জন প্রার্থী চাকুরিতে যোগদান করেন;
- গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে চা শিল্পের অংশীজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন;
- গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার' শুভ উদ্বোধন করা করেন।
- দেশের চা বাগানের শ্রমিক পোষ্যদের চা শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে এ বছর প্রায় সাড়ে দশ লাখ টাকার 'শিক্ষা বৃত্তি ২০২০' প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বাগানের ২য় থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮০৩ জন মেধাবী শ্রমিক পোষ্যদের এ বছর বৃত্তি দেয়া হয়েছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ও বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের নিয়ে ১৯ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক এঁর সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলা চত্বরে উচ্চফলনশীল বিটি-২ জাতের চা চারা রোপনের মাধ্যমে গত ২৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখ জামালপুর জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের সূচনা করে বাংলাদেশ চা বোর্ড;
- গত ১৭-১৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখ ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে চা চাষ সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরআই এর পরিচালকসহ ৫ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ টিম বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর জেলার শ্রীবদী, ঝিনাইগাতী, নকলা ও নালিতাবাড়ী এবং ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সৃজিত ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন;
- গত ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করা হয়;
- চট্টগ্রাম চা নিলাম কেন্দ্রে গত ১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে

পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন চা নিলাম কার্যক্রম শুরু হয়;

- পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattogram Hill Tracts" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গত ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের জুন, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৩৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০.৪৪%। মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার বিপরীতে জুন, ২০২১ খ্রি: পযর্ন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৮.০৮% (আরডিপিপি অনুযায়ী);
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের নিমিত্তে বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে (ওডিএ ও ইসি রিভলভিং ফান্ড) "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি বৃহত্তর রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী এবং দিনাজপুর জেলার ১৬টি উপজেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৭৪০.০০ লক্ষ টাকা (কথায়ঃ সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা) ব্যয় সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি: তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি (আরডিপিপি) এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি (আরডিপিপি) অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্প কর্তৃক ৫৭০.৬৫ হেক্টর জমিতে চা আবাদী সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ৭৬৯.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২১.৯১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.০৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৬.২৬%। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩১৮.০০ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ৩০৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২৪.৩৮ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৩৩% এবং জুন ২০২১ খ্রি: মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬.১৪%; এবং
- লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৮৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat" -শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিগত ০৪ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে ডিপিপি প্রথম সংশোধনী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ০৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৩৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫১%। ২০২০-২০২১ অর্থ-বৎসরে জুন, ২০২১ খ্রি: মাসের ভৌত অগ্রগতি ৯১.৩৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১.১১% (আরডিপিপি অনুযায়ী)।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের দক্ষতা উন্নয়নে 'ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল' চালু

ক্ষুদ্র চা চাষিদের হাতে কলমে চা চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিগত ২৫ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক "ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল" চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট এবং বান্দরবান জেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় ২,৫০০ ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে প্রায় ১০০টি হাতে কলমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল ওয়েবসাইটের (btbckaschool.com) মাধ্যমে চাষিদের সাথে চা বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা মানসম্মত চা উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।

ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুলের আওতায় ক্ষুদ্র চাষিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান

(৮) করোনাকালে কার্যক্রম

i. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণকালে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দেশের ১৬৭টি চা বাগানের স্বাভাবিক কার্যক্রম যথা: পাতা চয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, চা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। ফলে ২০২০ সালে চায়ের উৎপাদন হয় ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি।

ii. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণকালে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক সরকারের দেয়া ভর্তুকি মূল্যের সার বাগান সমূহে বিতরণ অব্যাহত রাখা হয়; এবং

iii. করোনাকালে চা বাগানে উৎপাদিত চায়ের বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম এবং শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ২০২০-২০২১ নিলাম বর্ষের নিলাম কার্যক্রম শুরু করা হয়; যা অব্যাহত রয়েছে।

iv. বাংলাদেশ চা বোর্ডের মূল ফটকে একটি Disinfection Booth স্থাপন করা হয়েছে। অফিস বাউন্ডারির ভিতরে প্রবেশকারী সকল-কে প্রথমে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে;

v. অফিস শুরুর আগে প্রতিদিন অফিসের আঙ্গিনা ক্যামিকেল স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, অফিস ভবনের ভিতরে স্প্রে করার জন্য ২টি Disinfectant Spray Fog Machine দ্বারা অফিস শুরুর আগে এবং অফিস ছুটির পর অফিস কক্ষে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে;

vi. অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অন্যান্য আগন্তুক-কে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে;

vii. অফিস পরিবহণসমূহ নিয়মিত জীবানুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। সকলকে মাস্ক ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে;

viii. অফিসে সার্বক্ষণিক সার্জিক্যাল/ কাপড়ের মাস্ক পরিধানের জন্য অফিস থেকে সার্জিক্যাল/ কাপড়ের মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে;

ix. অফিস ত্যাগের পূর্বে এবং যাত্রাকালীন পথে বার বার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কারের জননির্দেশনা দেয়া হয়েছে;

x সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে;

xi ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কারের নিমিত্ত অভ্যার্থনা থেকে শুরু করে প্রতিটি শাখায় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;

xii যে সকল কর্মচারী অসুস্থ/আক্রান্ত কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক হোম আইসোলেশনে/হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে;

xiii কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধকল্পে বাংলাদেশ চা বোর্ড ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ Zoom App এর মাধ্যমে করা হচ্ছে;

xiv বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপ/বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৯টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

xv বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বিটিআরআই, পিডিইউ, ৪টি বাগান এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্প অফিসে সকল শাখায়, অফিসের প্রবেশ ও বহিরাগমনে পয়েন্টগুলোতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অফিসে ও বাহিরে সার্বক্ষণিক বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে;

xvi বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে ০১ জন এবং বিটিআরআই ও পিডিইউ এ ০১ জন এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি বাগানে ২ জন খণ্ডকালীন চিকিৎসক রয়েছে। যারা কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন;

xvii বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানানো হয় যে, বাংলাদেশে চা বাগানসমূহের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ চা শিল্পের সৃষ্ট আর্থিক সমস্যা নিরসনকল্পে উক্ত খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

xviii বর্ণিত কার্যাদির পাশাপাশি বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সকল সদস্য যথাযথভাবে করোনা হতে সুরক্ষার বিষয়টি পালন করছে; এবং

xix ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি গত ০৪ জুন ২০২১ তারিখে জাতীয় চা দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিটি-২২ ও বিটি-২৩ জাতের উন্নত মানের চা চারা বাগান মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

(৯) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- ৪ জুন 'জাতীয় চা দিবস' উদযাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে চা শিল্পের উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় মুজিববর্ষে ০৪ জুনকে 'জাতীয় চা দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এর উদ্যোগে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, চা শিল্পের প্রসার' স্লোগান নিয়ে গত ০৪ জুন ২০২১ তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশের সকল চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে উদযাপিত হয়েছে ১ম জাতীয় চা দিবস-২০২১।
- উন্নত জাতের চা চারা বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অবমুক্তকরণ
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি গত ০৪ জুন ২০২১ তারিখে জাতীয় চা দিবস-২০২১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চা বোর্ডের গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের চা চারা বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অবমুক্ত করেন। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চা শিল্পের জন্য উন্নত জাতের ক্লোন দুটি অবমুক্ত করা হয়।

'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার' নির্মাণ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে ০৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হিসেবে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ' উদযাপন

- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ' উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী (২৭ ও ২৮ মার্চ, ২০২১ খ্রি.) কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড অংশগ্রহণ করে। কর্মসূচির অংশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন করেন।

হিসেবে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর স্টলে চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদান এবং চা শিল্পের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হয়;

- মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২১ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রামে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়;
- গত ১৭ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, মুজিব শতবর্ষের থিম সঙ্গীত ও 'বঙ্গবন্ধু: বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং দোয়া মাহফিলসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়। চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন করা হয়। পরবর্তীতে বাদ জোহর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়; এবং
- গত ১৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় বাংলাদেশ চা বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয়, পঞ্চগড়ে "বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারি" উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয়, পঞ্চগড়ে নির্মিত "বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারি"

(৬) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইএ্যান্ডই)

(১) পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে তিনি দেশের বিধ্বস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুর্নগঠন এবং পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজীকরণ করে ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহনের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে পরিবহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উপর্যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৫ সালে।

(২) অত্র অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি);
  ১. বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র;
  ২. শিল্প নিবন্ধন সনদপত্র (১ম/২য়/৩য় এডহক, নিয়মিত); এবং
  ৩. বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র।
- রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি);
  ১. সাধারণ রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;
  ২. বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;
  ৩. ইন্ডেন্টিং সার্ভিস রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;
- আমদানি পারমিট জারিকরণ (আইপি);
- রপ্তানি পারমিট জারিকরণ (ইপি);
- রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট জারিকরণ (ইপি কাম আই পি);
- ক্লিয়ারেন্স পারমিট জারিকরণ (সিপি);
- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র হতে অব্যহতি; এবং
- আমদানি ও রপ্তানি অনুমতি/পূর্বানুমতিপত্র জারিকরণ।

(৩) সেবা সহজীকরণের নিমিত্তে Online Licensing Module (OLM)/Online Licensing Module (OLM) প্রবর্তন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং বিশ্বব্যাপী চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় সম্মুখ যোদ্ধা দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যাবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের অনলাইন নিবন্ধন সেবা Online Licensing Module (OLM) ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। OLM মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণ ঘরে বসেই আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি), রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি), রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস), আমদানি পারমিট (আইপি), রপ্তানি পারমিট (ইপি), আইপি কাম ইপি, ইপি কাম আইপি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ক্লিয়ারেন্স পারমিট ইত্যাদি সেবার আবেদন করতে পারছে এবং দ্রুততর সময়ের মধ্যে সেবা অনুমোদনের ফলে গ্রাহকের Time, Visit, Cost শূন্যে নেমে এসেছে। উক্ত ওঞ ইধংবফ, অনলাইন (OLM) সেবা কার্যক্রমটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা ভিশন-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

অনলাইন সেবা (OLM) কার্যক্রম চালুর ফলে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রাহক পর্যায়ে প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

- বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে সেবা গ্রহণ করা যায়;
- আবেদন করতে কিংবা সনদ গ্রহণের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন নেই;
- ডকুমেন্ট এর হার্ডকপি দাখিলের প্রয়োজনীয়তা নেই;

- আবেদনের অনুমোদন প্রক্রিয়াটি কোনো পর্যায়ে রয়েছে তা গ্রাহক ট্র্যাকিংপূর্বক জানতে পারে;
- অনুমোদন প্রক্রিয়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহজে মনিটরিং করতে পারছেন;
- আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টরদের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- দালাল বা মধ্যবর্তী লোকের সহায়তার প্রয়োজন নেই; এবং
- অর্থ, শ্রম ও সময় সাশ্রয়ী।

(৪) আইন ও বিধিমালার যুগোপযোগীকরণ

অত্র অধিদপ্তর নিম্নোক্ত আইন ও আদেশ যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- The Imports and Exports (Control) Act, 1950;
- The Review, Appeal and Revision Order, 1977; Ges
- The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981.

(৫) বিভিন্ন সেবার নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান:

নিবন্ধন সনদপত্র নিষ্পত্তি

ক্রমিক নং	সেবার নাম	নতুন জারি ২০২০-২০২১ (জুলাই/২০- জুন/২১	পুনঃনিবন্ধন ২০২০-২০২১ (জুলাই/২০- জুন/২১	নবায়ন ২০২০-২০২১ (জুলাই/২০- জুন/২১
১.	আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (বাণিজ্যিক)	৭৪০২	১৯৫৩	২৩১০৯
২.	আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (শিল্প)	৮২৬	৬৬৫	৫৬৭০
৩.	রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (সাধারণ)	২৭২৪	৭২২	৯১৯৬
৪.	ইন্ডেন্টিং রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র	২৩১	৭৩	১০৪৩
৫.	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র	১৩৮	৫১	৪৯৫
	মোট	১১৪২১	৩৫০৯	৪০১৭১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিবন্ধন সনদ নতুন ইস্যু ও রি-রেজিস্টেশনের মাধ্যমে নবায়নের, পারমিট ও পূর্বানুমতি জারির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

পারমিট ও অনুমতি/পূর্বানুমতির পরিসংখ্যান:

ক্র: নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	অনিষ্পত্তি
১.	আমদানি পারমিট জারিকরণ (আই পি)	৫৭০৫	৫৭০৫	০
২.	রপ্তানি পারমিট জারিকরণ (ই পি)	১৩৫৫	১৩৫৫	০
৩.	রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট জারি (ইপি কাম আই পি)	১৪৬০	১৪৬০	০
৪.	ক্লিয়ারেন্স পারমিট(সিপি)	৩০	৩০	০
পারমিট ও অনুমতি/ পূর্বানুমতি নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা =		৮৫৫০	৮৫৫০	০

(৬) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

- প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর দপ্তরের কার্যক্রমে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে e-governance এর আওতায় সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ ইতোমধ্যে আধুনিকায়ন করা হয়েছে ও Website চালুকরাসহ সকল তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- সেবা প্রার্থীদের দলিলাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল প্রকার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য Online Licensing Module (OLM) এর আওতায় অনলাইনে আমদানি (IRC) ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) ইস্যু করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ দপ্তরের সেবা প্রদানের Procedural Steps উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়েছে। ফলে কম সময়ে হয়রানি মুক্ত ও দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিসসমূহে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত প্রায় ১৭টি সেবা Online Licensing Module (OLM) এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।
- Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতা: ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য Ease of Doing Business (EoDB) এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

গ্রাহকদের ঘরে বসেই পেমেন্ট করার সুবিধার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংকের সাথে 'সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে' এর মাধ্যমে online payment facility প্রবর্তন করা হয়েছে;

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ও পরিচালন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান সিডিউল পুনর্বিন্যাসপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে জুলাই/২০১৯ হতে 'Online Licensing Module (OLM)'-এর মাধ্যমে আইআরসি, শিল্প আইআরসি, ইমপোর্ট পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিটসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি), এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ইআরসি) এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজ-পত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের মধ্যে Online one stop service (OSS) এর আওতায় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), যৌথমূলধন কোম্পানি

আঞ্চলিক অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন

ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর সাথে অনলাইনের মাধ্যমে ইন্ট্রিগ্রেশনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি(এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালি ব্যাংক (চালান ইন্ট্রিগ্রেশন) এর সাথে অনলাইনের মাধ্যমে ইন্ট্রিগ্রেশনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি(এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- সেবার প্রদানের গুণগত মানের উন্নতি করা হয়েছে এবং সেবা নিষ্পত্তির সময় অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

(৭) করোনাকালে কার্যক্রম

i. কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে;

ii. কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় সচেতনতামূলক 'No Mask, No Service' ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে;

iiii. কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে;

iv. কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে;

v. কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় অফিসে প্রবেশের সময় থার্মাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়েছে;

vi. সামাজিক দূরত্ব (৩ ফুট) বজায় রেখে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;

vii. ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আসা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে;

viii. পুনঃ ধৌতযোগ্য কাপড়ের গধংশ পরিধানের বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে;

ix অফিসে প্রবেশের সময় জীবাণুমুক্ত ট্যানেল স্থাপন করা হয়েছে;

x. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনামূলক পরিপত্রের আলোকে সচেতন করা হয়েছে;

xi. অত্র দপ্তরে সকল সেবা অনলাইনিং লাইসেন্স মডিউল (OLM) এবং ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং

xii. ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৮) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- জাতির পিতার জন্মদিন ১৭ মার্চ ২০২০ এর জিরো আওয়ার হতে অত্র দপ্তরের সকল সনদপত্রে মুজিব শতবর্ষের লোগো সংযোজন করে জারী।
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
- সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ব্যানার স্থাপন এবং স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
- টুঙ্গীপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওএলএম এ সনদ নিবন্ধন মেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আহবান।
- জাতির পিতার স্মরণে বিশেষ সুভ্যেনির প্রকাশ।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব বর্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
- প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, টয়লেট পরিস্কার রাখা, আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

বাইসাইকেল: একটি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য যা রপ্তানি আয়ে অবদান রাখছে

(৭) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)

(১) পটভূমি

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তথা অর্থনীতির বিনির্মাণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়েরও একটি অন্যতম উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর The Company Act, 1994; The Society Registration Act, 1860; The Partnership Act, 1932 Ges The Trade Organizations Ordinance, 1961 এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিদপ্তরটির প্রধান কাজ হচ্ছে কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম এর নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক বিধিবদ্ধ রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরণ পূর্বক গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সার্টিফাইড কপি প্রদান করা।

পরিদপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নের জন্যও এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ সন হতে এ দপ্তর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্য, যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য ও গ্রাহক সেবায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিদপ্তরটি বর্তমানে অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এ সকল যুগান্তকারী কার্মকাণ্ড পরিদপ্তরটিকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ডিজিটাল অফিস হিসেবে দেশে ও বিদেশে পরিচিতি করে তুলছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

(২) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে, উন্নয়নের রোল মডেলে অংশীদার হতে এবং বিনিয়োগ বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিতে এ পরিদপ্তরটি নামের ছাড়পত্রসহ নিবন্ধন এবং নিবন্ধন পরবর্তী রিটার্ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। 'Ease of Doing Business' এর `Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধন ফি জমাদানের ৩টি ধাপকে একধাপে উন্নিত করে "একক নিবন্ধন প্রক্রিয়া (Single Process Registration) চালু করা হয়েছে। 'Starting a Business' সহজ করার জন্য বিডা, বেজা, হাইটেক পার্ক এর One Stop Service প্লাটফর্মের সাথে এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকের কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ফি প্রদানের অসুবিধা দূরীভুত করে অনলাইন ব্যাংকিং ও ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তথ্য বিনিময়ের জন্য এনবিআর'র ই-টিন সিস্টেমের সাথে এ পরিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সার্ভারের সাথে পরিদপ্তরের সার্ভারের সংযুক্তিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাহকবান্ধব সেবা পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরজেএসসি নিবন্ধিত কোম্পানির নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি ও মর্টগেজ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

i. **Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম:** Ease of Doing Business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ (Procedure) হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফামসমূহের পরিদপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

ii. **একক পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিবন্ধন:** 'Ease of Doing Business' এর 'Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে প্রস্তাবিত কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধন ফি জমাদানের ৩টি ধাপকে একধাপ করে একক পদ্ধতিতে নিবন্ধন (Single Process Registration) প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধনের আবেদন দাখিল ও ব্যাংকে টাকা জমাদানের তিনটা ধাপে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার পরিবর্তে উদ্যোক্তগণ একক পদ্ধতিতে একটি মাত্র আবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায় নিবন্ধন (Single Process Registration) সম্পন্ন করতে পারছেন। এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তারা ঘরে বসে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধন আবেদনের ফিস প্রদান করতে পারছে। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তাদের কর্মঘণ্টা সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে উদ্যোক্তাগণ সহজেই ব্যবসায় নিবন্ধন সনদ পাচ্ছেন। এ প্রকল্প

বাস্তবায়নের ফলে Ease of Doing Business এর Starting of a Business সূচকের বর্তমান র‍্যাংকিং ১৩১ থেকে ডাবল ডিজিটে উন্নীত হবে। যা সার্বিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

- কোম্পানি আইন সংশোধন: কোম্পানি আইন -১৯৯৪ কে ২০২০ সালে সময়ের উপযোগী করে সংশোধন করা হয়। ফলে:
- একজন ব্যক্তি একাই কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারবে। ফলে স্বাধীনভাবে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- কোম্পানির ৫% শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় এজেন্ডা প্রদান করতে পারবেন । এতে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ তথা Minority Interest নিশ্চিত করা হয়েছে।
- কোম্পানির কমন সিলের প্রয়োজনীয়তা রহিত করা হয়েছে।
- কোম্পানি আইনের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ব্যবহার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- কোম্পানি, অংশীদারি ব্যবসা, বাণিজ্য সংগঠন এবং সোসাইটির নিবন্ধন: ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২,১২৫টি কোম্পানি, ২৩৫৯টি অংশীদারি ব্যবসা, ১৮টি বাণিজ্য সংগঠন এবং ৩১৭টি সোসাইটি নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নিবন্ধনের জন্য আবেদিত কোম্পানির ৬,২১০টি কোম্পানিকে অর্থাৎ প্রায় ৫১ শতাংশ কোম্পানিকে একদিনে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

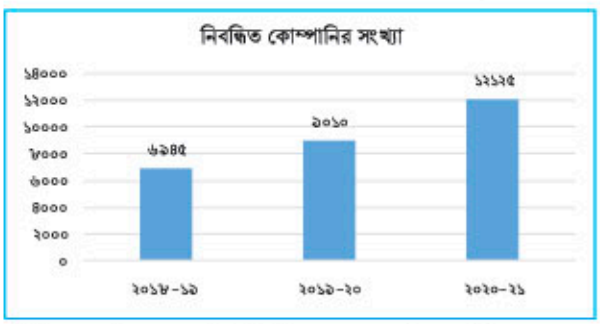

বিগত ৩ অর্থবছরে কোম্পানি নিবন্ধনের তুলনামূলক চিত্র

iii. এক ব্যক্তি কোম্পানি (OPC) নিবন্ধন চালুকরণ: কোম্পানি আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী) ২০২০ এ বহুল প্রত্যাশিত এক ব্যক্তির কোম্পানি (OPC) প্রবর্তন করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরিদপ্তর কর্তৃক এক ব্যক্তির কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। বহুল আকাঙ্ক্ষিত এক ব্যক্তির কোম্পানি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ÔEase of Doing Business' এর 'Starting a Business' সূচকে উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

iv. ভিডিও পোর্টাল চালুকরণ: সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণ সহজ করণের লক্ষ্যে একক পদ্ধতিতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরি করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে সেবাগ্রহীতারা সহজেই একক পদ্ধতিতে কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারবেন। একই সাথে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি একদিকে যেমন সহজতর করবে, অন্যদিকে তা তাদের সময় ও অর্থের সাশ্রয়ও করবে।

v. ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে বেপজার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: ইপিজেড এ অবস্থিত বিনিয়োগকারীদের জন্য এ পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অনলাইন সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্তির লক্ষ্যে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর মধ্যে ২৩ মে ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে ইপিজেড এর বিনিয়োগকারীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস পাবার পথ সুগম হয়।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে আরজেএসসি ও বেপজার মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

vi. আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ: পুরনো রেকর্ডসমূহ ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৮০ লক্ষ ম্যানুয়াল রেকর্ডকৃত ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

vii. সেবা সপ্তাহ পালন: "উদ্যোক্তাদের বিশেষ দিন, সেবা সপ্তাহের সুযোগ নিন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। ৩০ শে এপ্রিল থেকে ০৬মে ২০২১ পর্যন্ত সেবা গ্রহীতাদের নূন্যতম সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়।

viii. সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম: সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সভা: আরজেএসসি ২০০৯ সাল থেকেই সেবাগ্রহীতাদের অনলাইনে সেবা প্রদান করে আসছে। তথ্য প্রযুক্তির নিত্য নতুন উদ্ভাবনের সাথে তাল মিলিয়ে এ পরিদপ্তর তার অনলাইন সেবাকে নিয়মিত হালনাগাদ করে আসছে। আরজেএসসির

যৌথমূলধন ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম

অনলাইন সেবা এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর বিভিন্ন সংশোধনী নিয়ে সেবাগ্রহীতা এবং অংশীজনদের নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪টি অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সভার আয়োজন করা হয়।

- **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভা:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হালনাগাদকৃত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং অফিসে প্রবেশ মুখে ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের সচেতন করতে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪টি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা-অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এ পরিদপ্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা এবং বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি মাসেই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১ এবং ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোট ৪টি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর এম ১.২ লক্ষ্য অনুযায়ী পরিদপ্তরের দৈনন্দিন কাজে প্রচলিত এবং প্রয়োগকৃত শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে নিয়মিত ভাবেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ০১ ডিসেম্বর ২০২০, ২২ মার্চ ২০২১, ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মোট ৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ix. **ইনোভেশন নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম:** সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ এর উদ্দেশ্যে আরজেএসসির কর্মকর্তাদের নিয়ে ০৬ থেকে ০৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ একটি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় । এই প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হল : কর্মকর্তাগণ একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই কর্মসূচির মধ্যদিয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান শেয়ার এর মধ্য দিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যেন কাজে লাগাতে পারে তা বের করে নিয়ে আসা । কিছু ভাল অনুশীলন এবং উদ্ভাবন,সেবা সহজীকরণ সম্পর্কিত পাঠ নিয়ে আলোচনা করা । সর্বোপরি উক্ত প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবন-চর্চায় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা এবং গভীরতা অর্জন করবে।

x. **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসময়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার ধারণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়া এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাসভিত্তিক বিবরণ (জনঘণ্টা)

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাসভিত্তিক বিবরণ (জনঘণ্টা)													
শ্রেণী	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
১ম	০	০	১৮	৩৬	৪৪	৭৮	৩৬	৩৬	৩০	০	১৮	৭৮	৩৭৪
২য়	০	০	৮৮	৮৮	২২	১১২	২৬	১৪২	২১২	০	৬৮	১৯৪	৯৫২
৩য়	০	০	৯৮	৭৬	৭৮	৩২০	৭৬	২৯০	২৬০	০	৭৮	২৯০	১৫৬৬
৪র্থ	০	০	১৪	৪২	১৪	৪২	১৪	৪২	১৪	০	২৮	৪৯	২৫৯
												সর্বমোট	৩১৫১

xi. জাতীয় শোক দিবস পালন: ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এ পরিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা সভা, শোকসভা, ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

(৩) করোনাকালে কার্যক্রম

i. কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে লকডাউন ও সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়। এ সময়ে পরিদপ্তরের সার্ভার চালু রাখা হয় এবং গ্রাহক কর্তৃক রিটার্ন দাখিল, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণ, বন্ধকী বিবরণী নিবন্ধন, সার্টিফাইড কপি প্রদানসহ সকল প্রকার ডিজিটাল সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়। এ ছাড়া ZOOM Application Platform ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন করা হয়;

ii. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাস্ক ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে;

iii. মাস্ক নাই সেবা নাই নিশ্চত করা হয়েছে;

iv. অফিসে দর্শনার্থী প্রবেশ সীমিত করণ করা হয়েছে;

v. হেল্প ডেস্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

vi. অফিসে প্রবেশের সময় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে;

vii. অফিসে প্রবেশকারীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মাধ্যমে হাত জীবানুমুক্ত করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে;

viii. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লিকুইড সাবান, টয়লেট টিসু ও ফ্যাসিয়াল টিসু সরবরাহ করা হয়েছে;

ix. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাস্ক ও সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে;

x. দর্শনার্থীদের জন্য Queue management বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

xi. প্রতিনিয়ত অফিস জীবানুমুক্ত করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; এবং

xii. ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৪) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- **অনলাইনে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান:** মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন কার্যক্রমটি অনলাইনে সম্পন্ন করা হলেও নিবন্ধিত মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সরবারাহ করা হতো। ই-মর্টগেজ সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে সেবা গ্রহীতা ঘরে বসেই e-mail যোগে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হচ্ছেন। এতে সেবা গ্রহীতাকে সশরীরে অফিসে হাজির হতে হচ্ছে না। দ্রুততম সময়ে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ফলে কোম্পানিসমূহের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণের অর্থপ্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

- **Incorporation Certificate ও Registration Certificate এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ

Certificate of Incorporation
(under Act XVIII of 1994)

No. C-172246/2021

I hereby certify that TRIZEN LIMITED is this day incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 and that the Company is Limited.

Given under my hand at Dhaka this Thirtieth day of June two thousand and twenty-one.

By order of
Registrar

Assistant Registrar
Registrar of Joint Stock Companies & Firms
Bangladesh

N.B. This certificate is digitally signed. Please find the soft copy to verify the signature.

Incorporation Certificate এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার

উপলক্ষ্যে এই সময়কালের মধ্যে নিবন্ধিত সকল কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠন সমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Incorporation Certificate এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটি সমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Registration Certificate প্রদান করা হচ্ছে।

- সেবা বুক প্রকাশ: গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, প্রদেয় সেবাসমূহকে আরো সহজ ও গ্রাহকবান্ধবকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে গ্রাহকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরনির্ভরশীলতা হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটি সেবাবুক প্রকাশ করা হয়।

আরজেএসসি কর্তৃক প্রকাশিত সেবা বুক

(৮) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)

(১) পটভূমি

বাজার অর্থনীতির যুগে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কমিশন বাংলাদেশে উৎপাদন পর্যায়ে ও বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি, কার্টেল, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূল, জোটবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ এবং মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

(২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করছে

i. **জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন:** ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত টিসিবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক বক্তব্য পেশ করেন।

ii. **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর কর্মকাণ্ড বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম:** প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকাণ্ড বিষয়ে সমাজে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

iii. **পেঁয়াজের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ যাচাই সংক্রান্ত সভা:** গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সভাকক্ষে সম্মানিত চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বর্তমানে দেশের পেঁয়াজের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণ, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব বাবলু কুমার সাহা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পেঁয়াজ আমদানিকারক ও আড়তদারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

iv. সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা: ০৭ অক্টোবর ২০২০ থেকে ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তাগণ ও গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি (কার্টেল), কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা, জোটবদ্ধতা (মার্জার), ডিজিটাল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের শেষে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়;

v. এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম:

গোপালগঞ্জ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব মোঃ আঃ রউফ, জনাব নাসরিন বেগম এবং পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, উপসচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা ও উপপরিচালক জনাব আনোয়ার-উল-হালিম গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতিহা পাঠ ও দোয়া মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দুপুর ০২:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক অবহিতকরণ সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ।

সিলেট: এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ মঙ্গলবার সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং বিভাগীয় প্রশাসন, সিলেটের সার্বিক সহযোগিতায় "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক দিনব্যাপী অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সাংবাদিকবৃন্দের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

ময়মনসিংহ: ১২ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি: তারিখে সম্মেলন কক্ষ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ময়মনসিংহ এ"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ।

vi. চট্টগ্রামে "পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনদের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন:

০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখ রোজ সোমবার "পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনদের ভূমিকা" শীর্ষক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন; বাজারে যোগসাজসের মাধ্যমে আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি, বাজারে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঔষধের বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি, জোটবদ্ধতা (Merger & Acquisition) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি, দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং "বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা এবং কাঁচা, ওয়েট ব্লু ও ফিনিসড লেদার/চামড়া খাতের বাজার" সমূহে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কর্মকাণ্ড ও কর্তৃত্বময় অবস্থা বিরাজমান কিনা তা যাচাই সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়;

vii. প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার: বহুল প্রচারিত টিভি চ্যানেল "চ্যানেল ২৪" এবং "৭১ টিভি" তে নিম্নলিখিত টিভিস্ক্রল সমূহ ১০ (দশ) দিনের জন্য প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

- বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকুন। পণ্য ও সেবার মূল্য ও মান নিশ্চিত করুন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেট/কার্টেল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে কোন ধরণের সিন্ডিকেট/কার্টেল সম্পর্কে কমিশনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
- বাজারে পণ্য/সেবার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি প্রতিযোগিতা

২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এ্যাডভোকেসি সভা

আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে কমিশনকে তথ্য দিন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

- রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ সন্তোষজনক। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
- বাজারে কার্টেল/ সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইনানুযায়ী টার্নওভারের ১০% অথবা মুনাফার তিন গুণ জরিমানার বিধান রয়েছে- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
- মনোপলি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সহ প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রতিযোগিতা আইন মেনে চলুন। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করুন-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; এবং
- বাজারে কার্টেল/সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী টার্নওভারের ১০% অথবা মুনাফার তিনগুণ জরিমানার বিধান রয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসা-বান্ধব ও ভোক্তা-বান্ধব বাজার সৃষ্টিতে কমিশনকে সহযোগিতা করুন- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ।
- "প্রতিযোগিতা আইনের বিধান মেনে চলুন, ব্যবসাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখুন"।

viii. প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ

অ্যাডভোকেসির অংশ হিসেবে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন 'প্রতিযোগিতা সাময়িকী'র ২য় প্রকাশনা প্রকাশ করছে;

ix. টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ

০২ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন।

x. বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত 'Competition Law Regime in Bangladesh' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ

০৯ জুন ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় জুম প্লাটফর্মে বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত 'Competition Law Regime in Bangladesh' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারের মডারেটর ছিলেন বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার এ বি এম হামিদুল মিসবাহ এবং ওয়েবিনারের সম্মানিত চেয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

xi. যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল ট্রেড কমিশন ও যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল অ্যানুয়াল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

ই-কমার্স বা ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্যের কারণে অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। স্বল্প খরচে অধিক সেবাকর্ম পাওয়া যায় বলে সেবা কর্মের চাহিদা বেড়ে যায়। কোম্পানির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায় টিকে থাকার স্বার্থে কোম্পানি ইনোভেশনের প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য বাড়ে। এতে ভোক্তা উপকৃত হয়। উপরন্তু, অবাধ তথ্য প্রবাহ ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, ডাটা প্রাইভেসি ও ডাটা প্রটেকশন, নতুন ধরনের মার্কেট স্ট্রাকচার এবং বিজনেস মডেলের উদ্ভব, প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের সকল দেশের কম্পিটিশন এজেন্সির জন্যই চ্যালেঞ্জ। এ কারণে আইসিএন এর ২০২০ সালের ভার্চুয়াল অ্যানুয়াল কনফারেন্সের মূল আলোচ্য বিষয় ডিজিটাল অর্থনীতি।

xii. Virtual Sector Specific Workshop on Health Sector

১৭ জুলাই ২০২০ তারিখে প্যারিস সময় সকাল ০৯:০০ টা থেকে বেলা ১:০০ টা পর্যন্ত জুম মিটিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত OECD-KPC web-workshop on health sector:16-21 July এর দ্বিতীয় কর্মদিবসে virtual sector specific workshop on Health sector শীর্ষক ওয়েবিনার এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম 'Enforcement experience sharing of health sector' বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

xiii. ৮ম ইউএন কম্পিটিশন এবং কনজ্যুমার প্রটেকশন বিষয়ক কনফারেন্সে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অংশগ্রহণ:

UNCTAD কর্তৃক ৫ দিন ব্যাপী ৮ম ইউএন কম্পিটিশন এবং কনজ্যুমার প্রটেকশন বিষয়ক কনফারেন্স ১৯-২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখ জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের কমার্সিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেছেন। করোনা মহামারীর কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কোন প্রতিনিধি উক্ত কনফারেন্সে সরাসরি অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ

প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত ভার্চুয়ালি করফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন;

xiv. ১৬-২১ জুলাই ২০২০ 'OECD KPC Web workshop on Health Sector' অনুষ্ঠিত হয়। যাতে কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন স্বাস্থ্য সেবায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। উক্ত ডবন workshop এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম Competition Rules in the Health Sector শীর্ষক উপস্থাপন তুলে ধরেন।

xv. প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ৩৯ (১) ধারার আওতায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। বিগত ২৪-০৯-২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ঢাকায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০) এর ২টি কপি সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

xvi. এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন UNCTAD, ICN, OECD-GFC সম্পর্কিত কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে।

(৩) করোনাকালে কার্যক্রম

ক) কমিশনে আগত সকল ব্যক্তিকে মাস্ক পরিধান করে কমিশনে প্রবেশ করতে বলা হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার ব্যতিত প্রবেশ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

খ) স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং করার জন্য ০৫ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে;

গ) কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে;

ঘ) করোনা ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী জরুরি ক্রয় করা হয়েছে এবং তা যথাযথ ভাবে ব্যবহার হচ্ছে;

ঙ) স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিত ব্রিফিং করা হচ্ছে;

চ) স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে কমিশনের সকল প্রকার সভা/সেমিনার করা হচ্ছে; এবং

ছ) ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https:// www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

xviii. 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ধারণা প্রচার ও সমাজে ভবিষ্যৎ জনমত সংগঠক তৈরির নিমিত্ত বিগত আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের তত্ত্বাবধানে কমিশন কার্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দসহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল, জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কেক কাটা ও আপ্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ সহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বিগত ১৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ৫.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয় স্থলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নবীন শিল্পীবৃন্দের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ সহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ; এবং
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ

প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ ২০২১ কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে সম্মানিত চেয়ারপার্সন মহোদয়ের কক্ষের সামনে বিগত ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়।

(৯) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)

(১) পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে 'লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত নয়' হিসেবে বিএফটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমকর্তাবৃন্দকে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা, বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি-বেসরকারি অংশদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এটিই এ জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান।

বিএফটিআই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা, গবেষণা, এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে স্থান করে নেয়া।

১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের ২৮ নং ধারার আওতায় বিএফটিআই নিবন্ধিত। আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর উক্ত ধারার অধীন এটি একটি গ্যারান্টি দ্বারা পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানি, সুতরাং এর কোন অংশীদারি মূলধন নেই।

(২) পরিচালনা বোর্ড

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনা বোর্ড দ্বারা বিএফটিআই পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পদাধিকার বলে এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং তিনজন ভাইস-চেয়ারম্যানদের মধ্যে একজন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং অন্য দুইজন ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে মনোনীত। উল্লেখ্য যে, এই সবগুলো পদই পদাধিকার বলে মনোনীত হয়ে থাকে।

(৩) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা

২৫শে নভেম্বর, ২০২০, তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব টিপু মুনশি, এম.পি. এর সভাপতিত্বে বিএফটিআই-এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিএফটিআই সার্ভিস রুলস্, ২০২০, অনুমোদন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রোগ্রাম চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভায় বিএফটিআই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) বিএফটিআই এর ৫২তম বোর্ড সভা

৩০শে জুন, ২০২১, তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব টিপু মুনশি, এম.পি. এর সভাপতিত্বে বিএফটিআই-এর ৫২তম বোর্ড সভা জুম এপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগসহ বিএফটিআই-এ চলমান বিভিন্ন কার্যাবলির অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএফটিআই-এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা

৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিএফটিআই এর ৫২ তম বোর্ড সভায় জুম এপ্লিকেশনে অংশগ্রহণকারী বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

(গ) গবেষণা ও স্টাডি: (২টি)

i. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিএফটিআইয়ের বাংলাদেশ-ভারত 'Joint Feasibility Study on the proposed Bangladesh-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)' শীর্ষক গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে। এর Inception Report ইতোমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে এবং সফলভাবে দুটি ভার্চুয়াল স্টেকহোল্ডার'স কনসাল্টেশন মিটিং এবং দুটো এডভাইজারি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই Joint Study এর Draft Report প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে; এবং

ii. বিএফটিআই, BRCP-1 প্রকল্পের আওতায় World Bank এর অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি স্টাডির কাজ হাতে নিয়েছে। স্টাডিগুলোর Inception Report ইতোমধ্যে প্রকল্পে জমা দেয়া হয়েছে। স্টাডির Draft Report প্রস্তুতির কাজ চলছে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ: (৭টি)

✓ বিএফটিআই গত ২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০, পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং এ পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের Training Programme on the 'Trade Foundation Course for Commercial Counsellors-Designate & First Secretaries (Commercial)-Designate' প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন করে;

✓ বিএফটিআই গত ৮ থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২০, পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নব-নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত 'Orientation Course for the Newly-Joined Officials of the Ministry of Commerc' প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন করে;

বিএফটিআই, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"- এর মাধ্যমে ৪৯০টি উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীন নারীদের ৬২টি ব্যাচের মধ্যে ৫৯টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অক্টোবর ২০২১-মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সম্পন্ন করে;

✓ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) গত ১৫-২৩শে এপ্রিল, ২০২১, এ অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং এ পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছয় দিনব্যাপী কমিউনিকেশন স্কিল ও নেটওয়ার্কিং ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক (English Language Course) সফলভাবে সম্পন্ন করে;

✓ গত ২৫-২৯শে এপ্রিল, ২০২১, এ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং এ পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত 'Basic orientation training program for the newly-designated supporting officials of the commercial wings of the Ministry of Commerce' প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন করে;

✓ বিএফটিআই, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক এপ্রকল্প (২য় পর্যায়)"- এর অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতাধীন ৪৫০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় নারী সেবাগ্রহীতার মধ্যে হতে আইটিএস, ই-লার্নিং, মার্চেন্ডাইজিং এবং অন্যান্য কারিগরি কাজে দক্ষ ও উদ্যোমী মহিলাদের নিয়ে Mind Inspire To National Achivemnet (MINA) দল গঠনপূর্বক তাদেরকে ই-লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশন প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন, ২০২১ হতে ১৭টি সেশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে; এবং

✓ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) গত ৬ থেকে ১০ জুন, ২০২১, পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত "Refreshers Training Course for Ministry of Commerce Officials (6th batch)" প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি zoom platform এর মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন করে।

(ঙ) পলিসি ও এডভোকেসি

- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) বেশ

কয়েকটি দেশের Trade policy review-এর ওপর মতামত প্রদান করে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হচ্ছে- India, Myanmar, Vietnam, Saudi Arabia, Nicaragua, Kyrgyzstan; এবং

- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) Export Policy 2021, BD-India working group এবং National ICT Policy 2018 এর ওপরও মতামত প্রদান করে।

(চ) প্রকল্প

✓ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) Vision-2041 Project হাতে নিয়েছে। ভিশন ২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার সুপারিশসমূহ তুলে ধরা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বিএফটিআই উল্লিখিত প্রকল্পের টিএপিপি প্রস্তুত করে যথাক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে জমা দিয়েছে;

✓ বিএফটিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইআরডি-অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে National Board of Trade (NBT), Sweden, এর অর্থায়নে একটি Development Co-operation Project (FTA Negotiation Capacities of Bangladesh)-শিরোনামে একটি প্রকল্পের TAPP প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বাংলাদেশের উন্নত দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পথকে সুগম করতে এই প্রকল্প সহায়তা;

✓ বিএফটিআই এর সামগ্রিক কার্যাবলি, পরিকল্পনা, প্রয়াশ ও উদ্যোগসমূহ সম্বলিত নিউজলেটারের জুলাই ২০২১ সংখ্যা প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে;

✓ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা/মাস্টার্স কোর্স চালু করার জন্য বিএফটিআই Outline ও Course-Content তৈরি করার কাজ সম্পন্ন করেছে যা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শানুযায়ী চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে; এবং

✓ এই প্রথমবারের মত বিএফটিআই ই-ক্যাবের সাথে যৌথ উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো- এর আয়োজন করতে যাচ্ছে।

(ছ) প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার

- গত ১৮ই অক্টোবর, ২০২০, তারিখে বিএফটিআই এর সম্মেলন কক্ষে '21st Centuries BFTI: Opportunities & Challenges' শীর্ষক বিএফটিআই এর সার্ভিস রুলস এবং প্রস্তাবিত Restructring বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে তৎকালীন সম্মানিত বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন।

(৪) করোনাকালে কার্যক্রম

i. করোনাকালে বিএফটিআই সরকারি নির্দেশ মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে দপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম চালু রেখেছিল। কমপ্রিহেনসিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA) এর Technical Proposal-এ বর্ণিত outline এর প্রেক্ষাপটে Feasibility Study প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক অনুচ্ছেদভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ই-কমার্স এবং ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান ছিল।

ii. সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ অব্যাহত রয়েছে;

৮ই অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিএফটিআই এর সম্মেলন কক্ষে "21st Centuries BFTI: Opportunities & Challenges" শীর্ষক বিএফটিআই এর সার্ভিস রুলস এবং প্রস্তাবিত Restructuring বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন।

বিএফটিআই ও তথ্য আপা প্রকল্পের ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

iii. দপ্তরে প্রবেশদ্বার হতে ব্লিচিং, জীবানুনাশক মিশ্রিত ম্যাট ব্যবহার করা হয়েছে;

iv. হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি স্যানিটাইজ করার জন্য স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে;

v. প্রতি দিন তিনবার প্রতিটি দরজার হাতল, নব ইত্যাদি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে;

vi. প্রতি দিন তিনবার পুরো অফিস ফ্লোর, ওয়াশরুমসহ পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; এবং

vii. ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৯) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- CNN- 'Made in Bangladesh' Campaign with CNN: 'Made in Bangladesh' - একটি স্বপ্ন, বাংলাদেশ কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI একটি Non-financial Memorandum of Understanding (MoU) sign করেছে CNNIC এর সাথে। CNN-'Made in Bangladesh' যার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি বিভাগগুলোকে বিশ্বে উন্নীত করা। এই ক্যাম্পেইনিং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির তত্ত্বাবধানে BFTI কর্তৃক পরিচালিত হবে;

- **তথ্য আপা প্রোজেক্ট:** 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"- এর নির্বাচিত দেশব্যাপী ৪৯০টি উপজেলার নারীদের ই-কমার্স উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদের ই-লার্নিং এর মাধ্যমে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে বিএফটিআই কাজ করে চলেছে। এ ছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নির্মিত ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস 'লাল সবুজ ডটকমের' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামি ৮ জুলাই, ২০২১;

- Strategic Plan: 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI এই প্রথমবারের মতো পাঁচ বছর মেয়াদি (২০২১-২৬) দীর্ঘ পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল Action Matrix প্রস্তুত করার মাধ্যমে BFTI এর দিক নির্দেশনা ঠিক করা। এ ছাড়াও, অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে- BFTI এর ব্রান্ডিং, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইনস্টিটিউট এবং ট্রেড বডিসমূহের মধ্যে পার্টনারশীপ গড়ে তোলা, রিসার্চ, ট্রেনিংসহ অন্যান্য সার্ভিসসমূহের আয়োজন করা, একাডেমিক প্রোগ্রাম (মাস্টার্স/ডিপ্লোমা) চালু করা, WTO Reference Centre নবায়ন, অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে বাণিজ্যিক সহায়তা প্রদান;

- CEPA- Joint Feasibility Study on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Between Bangladesh and India: দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি Comprehensive Economic Partnership চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা Feasibility যাচাই এবং দেশের বিনিয়োগ এবং সেবাখাতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের করার উদ্দেশ্যে গবেষণা করছে। এর Inception Report ইতোমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে এবং সফলভাবে দুটি ভার্চুয়াল স্টেকহোল্ডার'স কনসাল্টেশন মিটিং এবং দুটো এডভাইজারি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই Joint Study এর Draft

Report প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে;

- **Vision-2041 Project:** 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) Vision-2041 Project হাতে নিয়েছে। ভিশন ২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার সুপারিশসমূহ তুলে ধরা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য; এবং
- **ইন্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো:** 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'তে বিএফটিআই ই-ক্যাবের সাথে যৌথ উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো-এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এই মেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ই-কমার্স ব্যাবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন এবং সফল ব্যবসায়ীদের সাথে নতুন উদ্যোক্তাদের সংযোগের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রয় ত্বরান্বিত করাই এই ভার্চুয়াল মেলার উদ্দেশ্য।

(১০) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)

(১) ভূমিকা

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারী ও বেসরকারি (বাণিজ্য এসোসিয়েশন সমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) মডেলের আলোকে এই খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ মূলত কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও যোগান সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত রপ্তানি নীতিতে, সক্রিয় কাউন্সিল সমূহের কর্মকাণ্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোরালো ভাবে উল্লেখ রয়েছে। খাত ভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমে: ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (গ) মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিসারি প্রোডাক্টস, (চ) এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং (ছ) প্লাস্টিক পণ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতিমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাত ভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানি-মুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ-অভ্যন্তরীণ গবেষণা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য যে, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের একটি সফল নিদর্শন।

(২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট

রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও

ইউরোপের বাজারে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন পান রপ্তানি শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ও বিপিসি'র চেয়ারম্যান ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্য নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি আনবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয়। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান ও মূল্যমান এর একটি সু-সমন্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের কাতারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে।

আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে। সে প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে, দেশীয় রপ্তানিখাতের সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য স্থিরপূর্বক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমান রাখা সম্ভব। উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটে "Bangladesh Export Diversification Project (BDXDP)" শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের সফলতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরিখে ২০০২ সালে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরি করাই ছিল বিপিসি'র মূল উদ্দেশ্য।

(৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য

i. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পণ্যের সরবরাহ/যোগান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Compliance Factors) অনুসরণ পূর্বক মোড়কজাতকরণ, বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

ii. পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলের মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

(৪) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর সেক্টর কাউন্সিলসমূহ

ক্র: নং	কাউন্সিলে নাম	গঠনের তারিখ
১	আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ডিসেম্বর, ২০০২
২	লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৪
৪	মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	এপ্রিল, ২০০৬
৫	ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৮
৬	এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	জুন, ২০১১
৭	প্লাস্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মে, ২০১৮

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের পণ্য ভিত্তিক ৭টি কাউন্সিলের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

নিম্নে একটি ছকে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সাতটি পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যাবলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

ক্র: নং	কার্যক্রমসমূহের বিবরণ	কার্যক্রম সংখ্যা
১	গবেষণা/প্রকাশনা	১৩
২	কর্মশালা/সেমিনার	৪৬
৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১৩২
৪	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অন লাইন)	৯০
৫	প্রমোশনাল কার্যক্রম	৬
৬	সচেতনামূলক কার্যক্রম	৬
	সর্বমোট	২৯৩

উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলসমূহ ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা/প্রকাশনা-১৩টি, কর্মশালা /সেমিনার-৪৬টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অফ লাইন)-১৩২টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অনলাইন)-৯০টি, প্রমোশন কার্যক্রম -০৬টি ও সচেতনতা কার্যক্রম -০৬টি সহ সর্বমোট ২৯৩টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

(৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টর কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ

- লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
- ট্যানারি পরিচালনার জন্য কমপ্লায়েন্স ম্যানুয়েল

- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি
- ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
- "চিংড়ি অপদ্রব্য মিশ্রণ" বিষয়ক লিফলেট

৭) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের তথ্য

i. **আইসিটি সেক্টর:** বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযা১৬বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জলবায়ু কার্যক্রম সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে এফপিবিপিসিও এসডিজির প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি পূরণে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে এবং সজাগ রয়েছে। করোনাকালে উৎপাদনসহ এ খাতের রপ্তানি কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ii. **মৎস্য সেক্টর:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়ীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে: ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ফিশারী প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করছে। মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত মৎস্য উৎপাদনের জন্য এফপিবিপিসি, HACCP, Traceability, GAqP সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে "ক্লাস্টার ভিত্তিক" মৎস্য চাষের মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্মত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪টি ছিল খুলনার ডুমুরিয়া অঞ্চলের গ্রামীণ মহিলাদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিংড়ি মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে কর্মমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করা সর্বোপরি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। ইতোমধ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi-intensive) চিংড়ি চাষ করার ফল পাওয়া যাচ্ছে। চিংড়ির উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২-৩গুন বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুফল বয়ে আনবে এবং পরোক্ষভাবে এসডিজির ৯ম সূচককে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত মাছচাষ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জলবায়ু কার্যক্রম সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে এফপিবিপিসিও এসডিজির প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি পূরণে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে এবং সজাগ রয়েছে। করোনাকালে উৎপাদনসহ এ খাতের রপ্তানি কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

iii. **চামড়া সেক্টর:**

✓ বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক মুক্ত অর্থনীতির বাজারে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বড় বড় ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে কমপ্লায়েন্স ইস্যু একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে ট্যানারির জন্য

এফপি-বিপিসি কর্তৃক আয়োজিত চিংড়ির উৎপাদন পদ্ধতি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কো-অর্ডিনেটর, বিপিসি।

LWG সার্টিফিকেট অর্জন ইস্যুতে ট্যানারি ম্যানেজমেন্টদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২২টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পাদন করা হয়েছে;

- ✓ দেশে আহরিত মোট কাঁচা চামড়ার প্রায় ৫০% কোরবানির পশু থেকে সংগৃহীত হয়। চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার কারণে চামড়ার গুণগত মান প্রায় ৩০% হ্রাস পায়। কোরবানির জন্য পশুকে তৈরি করা, জবাই করা, চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণে সতর্কতা ও কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করা হলে এ ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব। কোরবানি ঈদ, ২০২০ এর পূর্বে করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধিসহ কাঁচা চামড়া ছাড়ানো ও সংগ্রহ, সংরক্ষণে লবণ মেশানোর গুরুত্ব, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি নতুন TVC /বিজ্ঞাপন তৈরি করে টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট ছাপিয়ে সারা দেশব্যাপি বিতরণ করা হয়েছে; এবং
- ✓ প্রযোজ্য আইন ও নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানা পরিচালিত হলে তা কমপ্লায়েন্স নামে পরিচিত যা বর্তমান সময়ে টেকসই উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সকল উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ ও অন্যান্য জটিলতা বেশি থাকে সে সকল ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স প্রয়োজনীয়তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত প্রয়োজনীয় সকল আইন ও নির্দেশনা পালন করে ট্যানারি পরিচালনায় আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত LWG সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলে তা স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারে সকল ক্রেতার নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে যা বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে বর্তমানের LWG লেদার ম্যানুফেকচারার অডিট প্রটোকল ৭.০.০ অনুযায়ী সোস্যাল ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স অর্জন অত্যাবশ্যক। এসকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ট্যানারি পরিচালনার জন্য একটি কমপ্লায়েন্স ম্যানুয়েল প্রকাশ করা হয়েছে।

iv. **কৃষি সেক্টর:** ২০২০-২১ অর্থবছরে এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এপিবিপিসি) এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ উন্নত দেশের ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য মানসম্মত, প্রযুক্তিগত, উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন করা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রপ্তানি বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়েও বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে;
- ✓ রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণকে সামনে রেখে জাপানে রপ্তানির জন্য গুণগতমান সম্পন্ন বিশেষ জাতের মিষ্টি আলু ও ওলকচু উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে; এবং
- ✓ ইউরোপের বাজারে বহুদিন ধরে পান রপ্তানি বন্ধ ছিল। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মতভাবে পান উৎপাদনের জন্য গবেষণা, কন্ট্র্যাক্টফার্মিং, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার ফলে ইউরোপের বাজারে আবার পান রপ্তানি শুরু হয়েছে।

v. **লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর:** ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (SME) অর্ন্তগত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিগত কয়েক দশক ধরে দেশের শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি, কর্মসংস্থানসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। সারা দেশে প্রায় ০১ (এক) লক্ষ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা রয়েছে। এ সমস্ত শিল্প কারখানায় প্রায় ১০ লক্ষাধিক দক্ষ-আধাদক্ষ কর্মী ও উদ্যোক্তা নিয়োজিত রয়েছে। দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ শিল্পের অমিত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা

এলএস-বিপিসি কর্তৃক আয়োজিত লেদার সেক্টর এর ইলেকট্রিক্যাল অডিট কর্মসূচির মাধ্যমে লেদার প্রোডাক্ট ও ফুটওয়্যার ফ্যাক্টরির বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিপিসি'র চেয়ারম্যান জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

এলইপি-বিপিসি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ও প্রযুক্তি মেলা-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

করে সরকার হালকা প্রকৌশল খাতকে "প্রোডাক্টস অব দি ইয়ার" ঘোষণা করেছে।

✓ সাধারণভাবে এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করে থাকে। স্থানীয় বাজারে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি বিকল্প লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে যার বাজার মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকার সমান। আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে এই খাত হতে মোট দেশজ চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ যোগান দিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ শিল্পের পণ্য দেশীয় বাজারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি হচ্ছে।

✓ বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ অসম অথচ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পণ্যের বহুমুখীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স ও স্টান্ডার্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্বারোপ এবং বাজার সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদার করার জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এ খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তা ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপি করোনার মহামারীতে বাংলাদেশে গত মার্চ-২০২০ থেকে স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায়, বিপিসি সব সেক্টর কাউন্সিলের সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মে ৯০টি এবং অফলাইনে ১৩২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২২২টি অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টর সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের প্রায় ১১,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর বাস্তবায়নে বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলগুলি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(৮) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশি দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাত ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাত ভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পড়সঢ়ড়হবহঃ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথা: ১. Export Competitiveness for Jobs Project (Funded by World Bank Group for Leather, light engineering and plastic sector), ২."ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩. Export Launchpad Bangladesh Project। ইতোপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ component বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে:

(i) Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) (Funded by Swiss Contact for Agro, IT & fish sector).

(ii) Bangladesh Economic Growth Programme Funded by USAID for Leather, Agro & Fish Sector

(iii) Bangladesh Leather Service Centre Project Funded by ITC-Geneva for Leather Sector

(iv) The Base Line Survey for Leather Sector SMEs in Footwear & leathergoods Funded by Abdul Monem Foundation

(v) Capacity Building of BPC Funded by KATALYST

(vi) Design & Development of Leather Products Project Funded by GIZ for Leather Sector

(vii) Asia Trust Fund Project Funded by EU for Leather Sector

(viii) Assistance for Capacity Building Project for Light Engineering Sector Funded by SEDF

(ix) Awareness Build up Programme for Leather Sector Funded by PRICE Project, USAID

(৯) অনলাইন প্রশিক্ষণ

করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। তাই ২০২০-২১ অর্থবছরের নির্ধারিত কিছু প্রশিক্ষণ অনলাইনে করা হয়। উক্ত অর্থবছরের বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক কাউন্সিলে সর্বমোট ৯০টি অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

"ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্প বাস্তবায়ন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিপিসি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে "ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১৫২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) করোনাকালে কার্যক্রম

করোনাকালে উৎপাদনসহ এখাতের রপ্তানি কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমন, বিস্তার রোধে এবং প্রতিকারের জন্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল হতে গৃহীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- অফিস প্রবেশ পথে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও স্প্রে এর ব্যবস্থা;
- ফেস মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
- হ্যান্ড গ্লাভস্ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- অনলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে প্রয়োজনে অফলাইনে সভা করা;
- প্রতি রুমে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা;
- বহিরাগতদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে আলাদা বসার স্থান ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিশ্চিত করা হয়েছে;
- থার্মাল স্ক্যানারের সাহায্যে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ;
- ২৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকল কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে (https://www.surokkha.gov.bd/) রেজিস্ট্রেশন করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(১০) 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-২০২১) উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মূল ফটকের সামনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উল্লেখপূর্বক বড় করে একটি পিভিসি ব্যানার ঝুলানো হয় এবং ১৭ মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে টিসিবি ভবনে ?নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বিপিসির পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং পরবর্তীতে টিসিবি ভবনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে বিপিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া বিপিসির দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল চিঠি-পত্রে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এর লোগো ব্যবহার করা হয়।

পাটজাত পণ্য রপ্তানি আয়ে অবদান রাখছে

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পদ্মা সেতু

মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রো রেল)

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

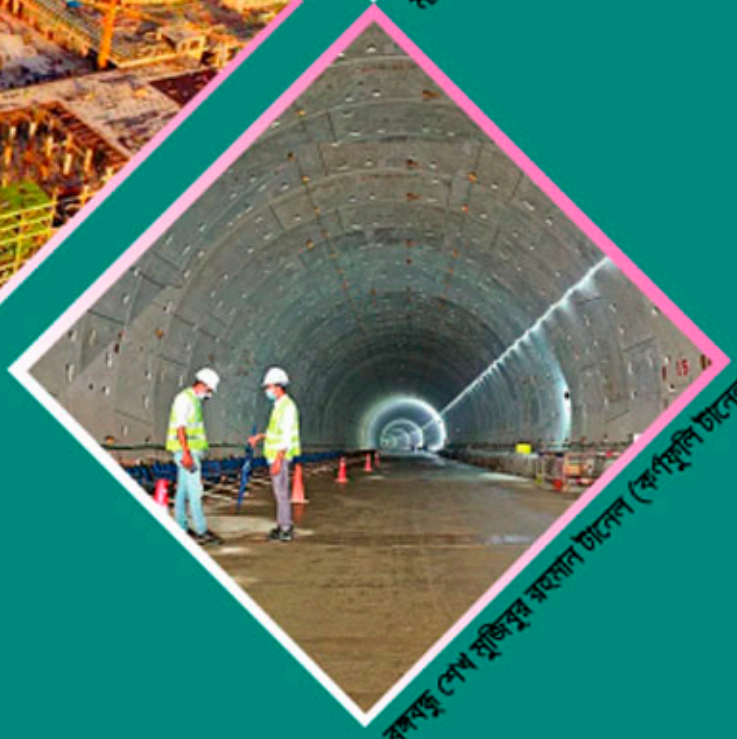

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল (কর্ণফুলি টানেল)